চায়ের দেশ মৌলভীবাজার
Moulvibazar: The Land of Tea

জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার

District Administration, Moulvibazar

চায়ের দেশ মৌলভীবাজার

দিক নির্দেশনায়
একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার

পৃষ্ঠপোষক
ড. উর্মি বিনতে সালাম
জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়
মো. তোফায়েল ইসলাম
প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার ও
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

নাজিয়া শিরিন
প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার ও
যুগ্ম সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

মীর নাহিদ আহসান
প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার ও
যুগ্ম সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
প্রভাংশু সোম মহান
প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও উপ-সচিব
বর্ণালী পাল
প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
মেহনাজ ফেরদৌস
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
শাওন মজুমদার সুমন
সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

চিত্রগ্রহণ
ইনাম আল হক, তানিয়া খান, রণজিৎ দত্ত জনি, আদনান আজাদ, মাজহারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, আরিফুল ইসলাম এলিন, তারিক হাসান

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৪
চতুর্থ সংস্করণ

ডিজাইন ও মুদ্রণ :
মিডিয়া অ্যাসোসিয়েট

© গ্রন্থস্বত্ব
জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া এ প্রকাশনা বা এর কোন অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশ করা যাবে না।

Moulvibazar: The Land of Tea

Directed By
Access to Information (a2i) Program
Information and Communication Technology Division

Supervision
Cabinet Division

Publisher
District Administration, Moulvibazar

Patronizer
Dr. Urme Binte Salam
Deputy Commissioner, Moulvibazar

In Gratitude
Md. Tofael Islam
Former Deputy Commissioner, Moulvibazar &
Divisional Commissioner, Chattogram

Nazia Shirin
Former Deputy Commissioner, Moulvibazar &
Joint Secretary, Ministry of Agriculture

Mir Nahid Ahsan
Former Deputy Commissioner, Moulvibazar and
Joint Secretary, Ministry of Public Administration

Editorial Board
Provangshu Shom Mohan
Former Additional Deputy Commissioner (General)
& Deputy Secretary
Barnali Paul
Former Additional Deputy Commissioner (Education & ICT)
Mehnaj Ferdoush
Additional Deputy Commissioner (Education & ICT)
Shawon Mazumder Suman
Assistant Commissioner & Executive Magistrate

Photography
Enam Ul Haque, Tania Khan, Ranjit Datta Jony, Adnan Azad, Mazharul Islam Jahangir, Ariful Islam Alin, Tarik Hasan

Date of Publication
September 2024
4th Edition

Graphics & Printed By
Media Associate

© Copyright
District Administration, Moulvibazar

All rights reserved. Reprinting or copying of this publication or its any part in any form without the prior written permission of the publisher is strictly prohibited.

চায়ের দেশ মৌলভীবাজার
Moulvibazar: The Land of Tea

জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার
District Administration, Moulvibazar

বাগানে চা পাতা সংগ্রহ
Tea Plucking in the Garden

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এ লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্বাবধানে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতঃমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ব্র্যান্ড-বুক। জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড- বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার ব্র্যান্ড বুক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড বুক প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

Message

Cabinet Secretary
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Achieving the goal of making Bangladesh a happy and prosperous country requires coordinated initiatives and efforts and proper development of the economic potential of every district of the country. And it is for this purpose that the district-branding initiative is being implemented under the supervision of the Cabinet Division and with the support of the a2i program of the Information and Communication Technology Division. The Cabinet Division has already issued a District-Branding Strategy to assist in the formulation and implementation of the District-Branding Plan.

One of the most important aspects of district-branding is the Brand Book. It is an important and effective tool for showcasing district-branding at home and abroad. I am absolutely delighted to know that Office of the Deputy Commissioner, Moulvibazar is going to publish the 4th Edition of Brand Book with the support of a2i program. I believe this Brand Book will play a pivotal role in depicting district-branding initiatives and implementation trajectory.

I would like to thank all officials concerned with the preparation of the Brand Book.

(Md. Mahbub Hossain)

বাণী

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি জেলার অমিয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলা ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-এতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন-শিল্পের বিকাশের অন্যতম নিয়ামক। সেই সঙ্গে, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান, জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে জেলা ব্র্যান্ডিং। জেলার বিখ্যাত পণ্যের প্রসার, বিশেষ কোন উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং পর্যটন শিল্পের সুচারু বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্বাবধানে ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় এবং জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৬৪টি জেলায় ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে কার্যকররূপে তুলে ধরতে জেলা ব্র্যান্ডবুকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রত্যাশা করছি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রচার এবং সমৃদ্ধিতে এই ব্র্যান্ড-বুক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান)

Message

Senior Secretary
Ministry of Public Administration

Socio-economic advancement by increasing the unique potential of a district is the main objective of district branding. District branding is playing an effective role in preservation and practice of district history-heritage and culture, development of tourism-industry, support in implementation of one district one product program, identification and preservation of geographical indication products of the district. District-branding can play a tremendous role in the promotion of famous products of the district, implementation of special initiatives and smooth development of the tourism industry.

I am glad to know that the fourth edition of the District Brand-Book is being published under the supervision of the Cabinet Division and in collaboration with a2i program and with the initiative of District Administration to effectively highlight the branding activities in all the districts of Bangladesh. I hope this Brand-Book will be able to play an effective role in promoting and enriching district-branding.

I express my sincere thanks to all involved in the publication of District Brand-Book.

(Dr. Md. Mokhles ur Rahman)

সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র রয়েছে; যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা জনমুখী উদ্যোগ। জেলা- ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশেরছে, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানসহ জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিত করা এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পর্যটন ও বাণিজ্যের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বিষয়ে সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

দেশের জেলাসমূহকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা প্রশাসন যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন মৌলভীবাজার, এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ সামসুল আরেফিন)

Message

Secretary
ICT Division

Socio-economic development by developing the distinctiveness and potential of a district is the main objective of District-Branding. A district has many areas of distinctiveness and potential development; for example: tourism, products, history-heritage or any public oriented initiative. District-Branding is playing an important role in preservation and practice of district history-heritage and culture, development of tourism industry, support in implementation of One District One Product program and identification and preservation of Geographical Indicator products of the district.

District-branding has a close relationship with tourism and commerce. District branding can play an important role in developing the tourism potential of Bangladesh. For this purpose, the Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Tourism Corporation, Bangladesh Tourism Board and all related public and private organizations can work together. ICT Division is ready to provide all kinds of assistance in this regard.

Brand-Book publication is one of the wide initiatives taken by the district administration to make the districts of the country known at home and abroad. I sincerely thank the District Administration of Moulvibazar, a2i, Cabinet Division and all those concerned with the publication for creating an informative and aesthetic brand-book and wish all the success of the district-branding work.

(Md. Shamsul Arefin)

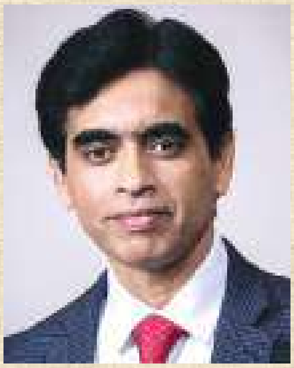

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এসপায়ার টু ইনোভেট
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। কোন জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন এতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ এতিহ্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্য বিখ্যাত, কোন জেলা ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের প্রতিটি জেলা দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ইতিহাস-এতিহ্য, সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য জেলা ব্র্যান্ডিং অনন্য ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিন্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড-বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যারা ব্রান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাদের জন্য জ্ঞান-ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জেলা-ব্র্যান্ডিং বুকের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা এ জেলার ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যারা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা)

Message

Project Director (Additional Secretary)
Aspire to Innovate (a2i) Program
ICT Division
Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology

Every district of Bangladesh is full of unique features and possibilities. Some districts have ancient historical monuments, some are decorated with natural beauty, some are rich in folk traditions or arts and literature. Which district is famous for agricultural products, which district is famous for traditional food. District Branding' is a unique and visionary initiative to attract foreign investment by highlighting our history, heritage, prosperity and natural beauty to the world not only within the country but also outside the country.

The a2i program has undertaken district-branding initiatives to accelerate socio-economic development by developing the distinctiveness and potential of each district in Bangladesh. Brand-book is a unique attempt to present the overall activities of district-branding of each district in an impressive way to take this initiative forward and make it successful. This brand-book will serve as a knowledge-repository for the formulation and implementation of district-branding plans and for those involved in branding later on. Presenting topics in Bengali as well as in English has definitely increased the scope of this book.

I am very happy that the fourth edition of the District-Branding Book is going to be published which will be able to play a more effective role in promoting the branding of the district at home and abroad. I express my sincere thanks to all those who have completed this publication from Cabinet Division, a2i, District Administration and concerned at various levels.

(Md Mamunur Rashid Bhuiyan)

কমিশনার
সিলেট বিভাগ

বাণী

দেশের প্রতিটি জেলাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আলোকে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মানুষের কাছে পরিচিত করার সময়োপযোগী উদ্যোগ 'জেলা ব্র্যান্ডিং'। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে দেশের সকল জেলার ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-সম্পদ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার নিরিখে প্রতিটি জেলাকে বিশেষভাবে আলাদা সত্ত্বায় দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে উপস্থাপনের মাধ্যমে জেলার বিদ্যমান সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করাই জেলা ব্র্যান্ডিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সিলেট বিভাগের অমিত সম্ভাবনাময় জেলা মৌলভীবাজার। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, মনোরম চা বাগান ও হাওড় বেষ্টিত এ জেলার পর্যটনের অপার সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে জেলা ব্র্যান্ডিং-এর বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে "চায়ের দেশ মৌলভীবাজার"। তাছাড়া, চা এর রাজধানী খ্যাত শ্রীমঙ্গলে স্থাপন করা হয়েছে দেশের দ্বিতীয় চা নিলাম কেন্দ্র। চা-কেন্দ্রিক পর্যটনের পাশাপাশি জেলা ব্র্যান্ডিং স্থানীয় অর্থনীতিতেও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

জেলা ব্র্যান্ডিং সফল করতে ও জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে সফলভাবে তুলে ধরতে 'ব্র্যান্ড বুক' প্রশংসনীয় উদ্যোগ। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রকাশনা মৌলভীবাজারের জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে আরো গতিময় করবে এবং এই 'ব্র্যান্ড বুক' প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি)

Message

Commissioner
Sylhet Division

'District Branding' is a timely initiative to make every district of the country known to the people of every country in the light of its unique characteristics. Branding activities of all the districts of the country are being conducted under the supervision of the Cabinet Division. In terms of history-tradition, education-literature-culture, art-resources, natural features and potential of tourism industry, by presenting each district as a special entity to the people of the country and abroad, by developing the existing potential of the district, increasing domestic and foreign tourist attraction and investment, creating employment and above all, the main objective of district branding is the socio-economic development of the district.

Moulvibazar is a promising district of Sylhet Division. To highlight the immense beauty of nature, the history and traditional culture of local ethnic groups, the immense potential of tourism in the district surrounded by picturesque tea plantations and haor, the theme of district branding has been decided as “Moulvibazar: The Land Of Tea”. Moreover, the country's second tea auction center has been set up in Sreemangal, the capital of tea. Apart from tea-centric tourism, district branding will also play a major role in the local economy.

'Brand Book' is a laudable initiative to make district branding successful and highlight district branding activities successfully. I strongly believe that this publication will further accelerate the district branding activities of Moulvibazar and I want to express my sincere thanks to all those involved in the publication of this 'Brand Book'.

(Abu Ahmed Siddique, NDC)

বাণী

জেলা প্রশাসক
মৌলভীবাজার

অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি লাল-সবুজ পতাকার আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে প্রকৃতির অপর দান। দেশের প্রতিটি জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অন্যান্য বিশেষ সম্ভাবনাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বব্যাপি এবং পর্যটনসহ অন্যান্য সম্ভাবনার বিকাশ ঘটবে দ্রুতগতিতে।

প্রকৃতির আপন খেয়ালে গড়ে ওঠা পাহাড়, জলাভূমি, সমতল-এই ত্রি-মাত্রিক সৌন্দর্দমন্ডিত জেলা মৌলভীবাজার। সবুজ চাদরে ঢাকা দেশের সর্বাধিক ৯২টি চা বাগানের সৌন্দর্য তৈরি করেছে এক নৈসর্গিক মৌলভীবাজার। তাই আমি বিশ্বাস করি, 'চায়ের দেশ মৌলভীবাজার' স্লোগানটি বিশ্বব্যাপি মৌলভীবাজার জেলাকে সুপরিচিত করে তুলবে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সিপাহি বিপ্লব, ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে মৌলভীবাজার জেলার সাহসী সন্তানদের অবদান চিরস্মরণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী লীলা নাগ ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সৈয়দ মুজতবা আলীর আবাসভূমি মৌলভীবাজার। এ জেলায় আছে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্মারক বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের স্মৃতিসৌধ।

মৌলভীবাজার জেলায় আছে মাধবকুণ্ড ও হামহামের মতো দৃষ্টিনন্দন জলপ্রপাত। আছে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান ও বর্ষিজোড়া ইকোপার্ক, যা জীববৈচিত্র্যের উর্বরভূমি। মৌলভীবাজারে উৎপাদিত আগর-আতর, বেত এবং শীতলপাটি বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। এখানে আছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, উৎসব ও ভাষা সমৃদ্ধ ৪০টি নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী। মৌলভীবাজার জেলায় আছে দেশের সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি। হাকালুকিসহ কাউয়াদীঘি হাইল-হাওর, বড় হাওর, হাওর করাইয়া, বাইক্কা বিল, পূবের হাওর প্রভৃতি জলাভূমি জীববৈচিত্র এবং প্রকৃতি- প্রেমীদের জন্য অনন্য স্থান।

মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলায় ছড়িয়ে আছে খোজার মসজিদ, হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফা (র.)-এর মাজার, পৃথিমপাশার নবাববাড়ি, নিমাই শিববাড়ি, কমলা রাণীর দীঘি, রঙ্গিরকুল আশ্রমসহ শতাধিক পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থান। খনিজ সম্পদেও পিছিয়ে নেই মৌলভীবাজার। এখানে রয়েছে একাধিক গ্যাস ক্ষেত্র, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চা নিলাম কেন্দ্র এবং একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাবার কাঠ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। জেলার প্রবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে রাখছেন অগ্রণী ভূমিকা।

আমরা জেলার উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি এবং আমি আশা করি মৌলভীবাজারকে জানতে হলে এটি হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আমি আশা করি, মৌলভীবাজার জেলার অর্থনৈতিক ও পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশীয় ও বিদেশি পর্যটক এবং বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

এই বইয়ের কোথাও অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে থাকলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। যে কোন ধরণের পরামর্শ ও প্রস্তাবনা প্রশংসনীয় হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তা আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতিতে অবদান রাখবে। আমি আন্তরিক ও অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সম্পাদনা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে এই ব্রান্ড বুক প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

usSeelam

(ড. উর্মি বিনতে সালাম)

Message

Deputy Commissioner
Moulvibazar

Our admirably dear motherland, having the flag glorified in red and green is unimaginably gifted with boundless beauty in her each and every phases. Bangladesh Government has taken a noble initiative of 'District Branding program with a view to introducing special and heart-ravishing natural beauty and other prosperities of all districts of the country. Undoubtedly, this mission will come out successful to highlight this immense beauty not only to the country but also to the world that will enhance the gracious popularity of our tourism with all its promising resources and wings.

Capricious prosperity of nature, Moulvibazar is an unique district of the country with three dimensional inviting- look resulted from circling beauty of hills, wetlands and plain lands. Natural beauty covered with greenish carpet accompanied the district by the highest number of 92 tea gardens made artistic Moulvibazar. So, I believe that the slogan "Moulvibazar: The Land of Tea' will reach the highest margin of its appeal to introduce it throughout the world.

Contribution of the Heroes of the district is unforgettable in different movements including Anti-British Movement, Sepoy Revolution, Language Movement and great Liberation War. Moulvibazar is the home of Syed Mujtoba Ali, a pioneer of bangla literature and also of Lila Nag, the first female student of Dhaka University and an anti-British revolutionist. There is a memorial monument of one of the memorials of War of Liberation, Birshreshtha Hamidur Rahman in this district.

Scenic natural waterfalls- The Madhabkunda and the Humhum are in Moulvibazar Lawachara National Park and Barshijora Eco-Park are two fertile lands of biodiversity. Agor-Ator, Cane and Shitalpati produced in Moulvibazar are being exported abroad. There are about 40 diverse ethnic groups in the district with their own culture, festival and language. Moulvibazar has the country's biggest haor Hakaluki. Hakaluki with some other wetlands like Kawadighi haor, Hail haor, Boro haor, Haor Koraiya, Baikka Beel, Puber haor are unique places to visit specially for the nature-lovers.

There are more than hundred archaeological sites and historical places including Khojar Mosque, Mazar of Hazrat Syed Shah Mustafa (R.), Pritthimpasha Nobabbari, Nemai Shib Bari, Komala Rani Dighi, Rongirkul Asrom etc. spread over seven Upazilas of the district. Moulvibazar is not even behind in mineral resources. Multiline gas fields are implementing important roles in the economy of the country. A Special Economic Zone, Tea Auction Center and a high power Rubber Wood Treatment Plant established recently. The foreigners of the district are keeping expatriate role to earn foreign currency.
Finally, we tried to focus on all the significant sides of the district and I hope it would be an important source to know Moulvibazar briefly. I also hope, Moulvibazar district will be able to attract the attention of the local and foreign tourists and investors with immense potentiality of the economic and tourism industry.

I also feel sorry if there is any unexpected mistake in this book. Any corrective advice and suggestion would be praiseworthy and would contribute to our future progress. I would like to offer my heartiest and sincere thanks to the editorial board and all concerned whose contribution was very important to prepare this Brand Book.

(Dr. Urme Binte Salam)

সূচি

বিবরণ	পৃষ্ঠা
জেলা পরিচিতি	১২
মানচিত্রে মৌলভীবাজার	১৩
জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১৪
জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের প্রেক্ষাপট	১৭
ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো এবং ট্যাগ লাইন পরিচিতি	১৮
মুক্তিযুদ্ধে মৌলভীবাজার	১৯
বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধ	২২
মৌলভীবাজার জেলা পর্যটন ম্যাপ	২৩
পর্যটনে মৌলভীবাজার	২৫
চা বাগান	২৬
চা কন্যা	২৮
চা জাদুঘর	৩১
বিটিআরআই	৩৪
সাতরঙের চা	৩৫
মাধবপুর লেক	৩৮
রাবার	৪০
আগর-আতর	৪২
পান	৪৪
হাওর	৪৬
কাউয়াদীঘি হাওর	৪৭
হাকালুকি হাওর	৪৮
হাইল হাওর ও বাইক্কা বিল	৫০
হাওরে মৎস্য সম্পদ	৫৭
বনাঞ্চল	৫৮
লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	৬১
লাউয়াছড়ায় কালা মথুরা	৬৩
জলপ্রপাত	৬৪
মাধবকুণ্ড	৬৫
পরিকুণ্ড	৬৬
হামহাম জলপ্রপাত	৬৭
গিরিখাত	৬৮
মৌলভীবাজারের বনে সোনালি বাঁশ	৬৯
জীববৈচিত্র্য	৭০
লাউয়াছড়ায় জীববৈচিত্র্য	৭০
মৌলভীবাজারের বনাঞ্চল ও হাওরের জীববৈচিত্র্য	৭২
পাখি বাড়ি	৮৪
সীতেশ বাবুর চিড়িয়াখানা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	৮৬
জলের গ্রাম অন্তেহরি	৮৭
কমলগঞ্জের কমিউনিটি ট্যুরিজম: এক অনন্য আয়োজন	৯০
শীতলপাটি	৯২
সাইট্রাস ফল	৯৪
আনারস	৯৬
মৌলভীবাজারের ঐতিহ্যবাহী খাবার	৯৭
নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি	১০০
নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	১০২
সংস্কৃতি	১০৪
ঐতিহাসিক নিদর্শন	১১২
খনিজ সম্পদ	১১৮
হোটেল ট্যুরিজম	১১৯
সার্কিট হাউস, মৌলভীবাজার	১২০
জেলা পরিষদ ডাকবাংলো	১২৩
জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত সভা-সেমিনার	১২৯
তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা	১৩২
অর্জিত অগ্রগতি ইনফোগ্রাফ	১৩৪
জেলা ব্র্যান্ডিং: পরিবর্তনের গল্প	১৩৫

Contents

Description	Page
Introduction to the District	12
Location of Moulvibazar	13
Historical Context of the District	15
The Background of District Branding	17
Description of Logo and Tag Line for Branding	18
Liberation War in Moulvibazar	19
Birshrestha Hamidur Rahman Memorial	22
Moulvibazar District Tourism Map	24
Tourism in Moulvibazar	25
Tea Gardens	27
Cha Kanya (The Tea Girl)	29
Tea Museum	31
BTRI	34
Seven Layer Tea	35
Madhabpur Lake	38
Rubber	42
Agor-Ator	42
Betel Leaf	44
Haor (Wetland)	46
Kawadighi Haor	47
Hakaluki Haor	49
Hail Haor and Baikka Beel	51
Fishes of Haors	57
Forests	58
Lawachara National Park	61
‘Kaala Mothura’ in Lawachhara	63
Waterfalls	65
Madhabkunda	65
Porikundo	66
Hum Hum waterfalls	67
Girikhat	68
Golden bamboo in Moulvibazar forest	69
Biodiversity	70
Biodiversity in Lawachhara	70
Biodiversity of the Forest & Haor of Moulvibazar	72
Birds House	84
Zoo of Sitesh Babu, Sreemanagal, Moulvibazar	86
Antehari, the Water Village	87
Community Tourism of Kamalganj	90
Shitalpati (Cane Mat)	93
Citrus Fruits	94
Pineapple	96
Traditional Foods of Moulvibazar	97
Ethnic People and Culture	100
Ethnic Groups	102
Culture	104
Historical Symbols	113
Mineral Resources	118
Hotel Tourism	119
Circuit House, Moulvibazar	121
Zila Parishad Dak bungalow	123
Meeting-Seminar for District Branding	129
Three year working plan	133
Infograph of Achievements	134
District Branding: The story of change	136

গুগল ম্যাপে মৌলভীবাজার
Moulvibazar in Google Map

জেলা পরিচিতি
Introduction to the district

অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি মৌলভীবাজার জেলা বাংলাদেশের এক প্রাচীন জনপদ। একদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে নয়নাভিরাম চা বাগান আর পাহাড়-টিলার অযুত বৃক্ষরাজির সবুজ বিশালতা। অন্যদিকে পাহাড় থেকে নির্গত জলপ্রপাত-ঝরণাধারা, নদ-নদী, হ্রদ-খাল-বিল আর দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের জল সাম্রাজ্য যুগ যুগ ধরে অসম্ভব মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিয়েছে পর্যটন পিয়াসী মানুষকে। জেলাব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন যাপন, বর্ণিল উৎসব ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি জেলাকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। দেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান এবং চা শিল্পের জন্য বিশ্বব্যাপী সুনাম ও পরিচিতি মৌলভীবাজার জেলাকে দাঁড় করিয়েছে এক অনন্য মর্যাদায়।

The district of Moulvibazar, an ancient region of Bangladesh, is reputed for its natural beauty. In one side of the district, there are many attractive Tea Estates with panaroma of greenery on the hills while on its other side there are waterfalls rolling down the height of the hills with bounty of beauty. Rivers both big and small, lakes, canals, haors and marshes surround the district with their charming beauty of water bodies which attracts the tourists for ages. There are a number of ethnic groups living almost in every upazilla of the district. Diversified lifestyle, colourful festivals and individual culture of these ethnic people have added an extra attraction for the district. Moulvibazar, as a district, has the highest number of tea gardens in the country. These tea gardens and the amount of tea produced in this district have achieved a unique high place of reputation and identity for the district home and abroad.

মানচিত্রে মৌলভীবাজার
Location of Moulvibazar

২৭৯৯.৩৯ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মৌলভীবাজার জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। উত্তরে সিলেট জেলার বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা; দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য; পূর্বে ভারতের কাছাড় জেলা (আসাম) এবং পশ্চিমে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলা। জেলাব্যাপী জালের মত ছড়িয়ে আছে মনু, বরাক, ধলাই, সোনাই, জুড়ী, কুশিয়ারা, কন্টিনালা ও গোপলা নদী। মৌলভীবাজার জেলার বৈচিত্র্যময় ৭টি উপজেলা হচ্ছে রাজনগর, বড়লেখা, জুড়ী, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ ও মৌলভীবাজার সদর।

Moulvibazar, an administrative district under Sylhet division is situated at the North-East corner of Bangladesh covering an area of 2799.39 square kilometer. Moulvibazar has boundary line with Balaganj, Fenchuganj, Golapganj and Beanibazar upazilas of Sylhet district to the North; Tripura of India to the South; Kachar district of India (Assam) to the East and Nabiganj and Bahubal upazila of Habiganj district to the West. The Monu, the Borak, the Dholai, the Sunai, the Juri, the Kushiara, the Continala and the Gopla are the major rivers of the district. Baralekha, Juri, Kamalganj, Kulaura, Moulvibazar Sadar, Rajnagar and Sreemangal are seven upazilas of Moulvibazar district.

জেলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

প্রায় ২১,২২,৭০৩ লক্ষ লোকের আবাসভূমি মৌলভীবাজার জেলা বহু ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অসাম্প্রদায়িক এই জেলা একদিকে যেমন হযরত শাহ মোস্তফা (র.)-সহ বহু ওলি-দরবেশ, পীর-আউলিয়ার পূণ্যস্পর্শে ধন্য, তেমনিভাবে এখানে রয়েছে হিন্দুদের তীর্থস্থান বিষ্ণুপদধাম সহ হাজারো মন্দির-দেবালয়। পৌরাণিক যুগের হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মনু নদের নাম রয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল বলে প্রাচীন শ্লোক থেকে জানা যায়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দশ্রী'র মৌলভী সৈয়দ কুদরত উল্লাহ মনু নদীর তীরে উত্তর পাশে যে বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কালক্রমে তা ১৮৮২ সালে সাউথ সিলেট মহকুমা, ১৮৮৭ সালে মৌলভীবাজার পৌরসভা এবং ১৯৮৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে ৭ টি উপজেলা, ৫ টি পৌরসভা, ৬৭ টি ইউনিয়ন ও ২১৩৪ টি গ্রাম নিয়ে মৌলভীবাজার জেলার বিস্তৃতি।

পাখির চোখে মৌলভীবাজার শহর
Moulvibazar town in bird's eye view

Historical context Moulvibazar

Moulvibazar, the home of about two millions people, bears the legacy of many glorious history and traditions. The district is equally important for the people of different religion. The history of the district is mingled with the notable religious saints and famous personalities. Hazrat Syed Shah Mostafa (R) and many other Dervishes and Saints lived here who were notable to the Muslim. Bishnupada Dham and many other temples and worship places in the district depict the co-existance and peaceful practices of different religions at the same time. The name of the river “Monu” has been found in the old books of Hindu Religion. It appears in the Ramayan and Mahavarat that the people of this region took part in the War of Kurukhetra. In the year of 1810 A.D, Moulvi Syed Kudrat Ullah of Gobindasree founded a market on the northern bank of the Monu river. In the course of time, it was recognized as South Sylhet sub-division in 1882 and was upgraded as Moulvibazar municipality in 1887. Finally, on 22 February, 1984, Moulvibazar was formed as a district. At present, there are 7 upazilas, 5 municipalities, 67 unions and 2134 villages in the district of Moulvibazar.

মৌলভীবাজার পৌরসভার মনোরম প্রাঙ্গণ
Moulvibazar Municipality Premises

নৈসর্গিক মনু নদী
Scenic Monu River

জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের প্রেক্ষাপট
The Background of District Branding

একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই বিভিন্নভাবে স্বাতন্ত্রমন্ডিত ও অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময়। মৌলভীবাজার জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। মৌলভীবাজার জেলার অনন্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুঁজি করে কার্যকর ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে জেলাটিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সকলের মাঝে তুলে ধরা সম্ভব ।

Economic growth can only be achieved through a coordinated effort. Each of the districts of Bangladesh is financially potential and many of them are prosperous. Moulvibazar district is not an exception either. It is possible to make the district familiar and famous in home and abroad by taking the places of historical interest and cultural heritages, ethnic culture, natural beauty and financial and trading potentials into account.

ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো এবং ট্যাগ লাইন পরিচিতি
Description of logo and Tag Line for Branding

মৌলভীবাজার জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের লোগোটিতে চা বাগানের চিরসবুজের শোভা ফুটে উঠেছে। চা বাগানের সতেজ সবুজ পাতায় পূর্ণ হয়ে আছে মৌলভীবাজারের নিসর্গ শোভা। যতদূর চোখ যায় কেবল সবুজের হাতছানি। লোগোর কেন্দ্রস্থলে চা পাতা সংগ্রহের চিত্রময় উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে *'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'*র দেশে স্বাগত জানানো হয়েছে। *'চায়ের দেশ মৌলভীবাজার'* ট্যাগলাইনের মাধ্যমে মৌলভীবাজারের সামগ্রিক পরিচয়কে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আবরণে ধারণ করা হয়েছে।

The natural beauty in the ever green tea garden has been inscribed in the Brand Logo of Moulvibazar District. The logo shows that the fascinating natural sights of the district lie on the fresh green tea leaves. In the midst of the beauty of the district the plucking process of the leaves has occupied the central place in the logo which welcomes the tourists at the place of “Duti Pata Ekti Kurir Desh”. In the middle of the tag line the term “Cha Er Desh Moulvibazar” (Moulvibazar: the land of tea) depicts the all round natural beauty of Moulvibazar.

মুক্তিযুদ্ধে মৌলভীবাজার

Liberation War in Moulvibazar

মহান মুক্তিযুদ্ধে এ জেলাবাসীর অবদান ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। মৌলভীবাজার জেলা ছিল ৪ নম্বর সেক্টরের অধীন। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত। ২৫ শে মার্চের কালো রাতের সান্ধ্য আইন জারীর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মৌলভীবাজার শহরের উত্তরদিকের শতাধিক গ্রামের হাজার হাজার জনতা শহরে প্রবেশ করে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করা ছিলো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাকবাহিনীর অবিরাম গুলি বর্ষণে হতাহত হয়েছিলেন অনেকেই। জেলার বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা 'বীর বিক্রম','বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

৮ ই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয় মৌলভীবাজার জেলা। ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর, সদ্য স্বাধীন দেশে ফিরে আসা বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা ক্যাম্প করেছিল মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে। পাক-বাহিনীর পুঁতে রাখা মাইন হঠাৎ বিস্ফোরণ হলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় বহু বীর মুক্তিযোদ্ধার দেহ। স্কুলের মাঠের দক্ষিণ পূর্বকোণে রচিত হয়েছে তাঁদের গণকবর ও স্মৃতিসৌধ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কমলগঞ্জের ধলই বিওপি পাক বাহিনীর দখলমুক্ত করতে গিয়ে এক সম্মুখ সমরে অসীম সাহসিকতার সাথে পাক আর্মির সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন সিপাহী মো. হামিদুর রহমান। পরবর্তীতে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত হন। ধলই ফাঁড়ির পাশে গড়ে তোলা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মো. হামিদুর রহমানের স্মৃতিসৌধ।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার সাক্ষী হয়ে অনেকগুলো গণকবর ছড়িয়ে আছে মৌলভীবাজার জেলায়। মৌলভীবাজার পিটিআই'র ভেতরে একটি বাংকারে ছিল টর্চার সেল। সদর উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শেরপুরে সংঘটিত হয়েছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সম্মুখযুদ্ধ। সম্মুখযুদ্ধের স্থানটিতে জেলা পরিষদ একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছে।

The inhabitants of Moulvibazar have achieved a glorious place in the history of the great Liberation War of Bangladesh. Moulvibazar district was under Sector No. 4 and Major Chitto Ronjon Datta was the Sector Commander. The ever remembered historical event was that, during the dark night of 25th March, with the Operation Search Light by the Pakistani Army, a curfew was imposed at Moulvibazar Town. The people from over one hundred villages of the northern side of Moulvibazar entered the town in a body and violated the curfew. Many people were injured by the continuous firing of the Pakistani Soldiers. Several Freedom Fighters of the district were recognized as "Beer Bikrom", "Beer Uttam". Moulvibazar district was freed on 8th December, 1971.

The victorious Freedom Fighters returned to the newly independent country and set up their camp at Moulvibazar government high school. On December 20, 1971 mines kept hidden by the Pakistani Army blasted suddenly and more than one hundred Freedom Fighters died unexpectedly. Their dead bodies were buried in a mass graveyard near the monument at the east-south corner of the government high school play ground.

During the Liberation War in 1971 Sipahi Md. Hamidur Rahman showed an extraordinary courage in the battle field of Dholoi BOP at Kamalganj and in a face to face battle he sacrificed his life for the country. For his heroic sacrifice he was recognized as `Beer Shrehstho' the highest title of the nation for courage and heroism. A monument has been set up in his honour near Dholoi BOP.

There are innumerable mass graves in Moulvibazar District as a symbol of the brutal torture of the Pakistani invaders. A bunker was built inside the Primary Teachers Training Institute (PTI) of Moulvibazar Town. The bunker was used as a torture cell by the invaders. A Liberation War Monument is built by the Zila Parishad at Sherpur battle field of Dhaka-Sylhet highway to commemorate the biggest ever close quarter battle with Pak Army in 1971.

মুক্তিযুদ্ধ চত্বর, শেরপুর, মৌলভীবাজার সদর
Muktijuddho Square, Sherpur, Moulvibazar Sadar.

মুক্তিযুদ্ধ চত্বর, শেরপুর, মৌলভীবাজার সদর। ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল এই স্থানটিতে পাকিস্তানী আর্মিদের সাথে সিলেট অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সম্মুখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী সিলেটের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। যদিও এই সম্মুখ যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটে, এই যুদ্ধটি প্রবলভাবে পাকিস্তান বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়।

Muktijuddho Square, Sherpur, Moulvibazar Sadar. Here, on 5th April 1971, a massive battle, marked as the most blood-curdling battle of Sylhet region, took place between the Muktibahani (Bangladesh Liberation Force) and occupant Pakistan Army. The Pak-army had to flee away to Sylhet by strong and sudden attack of Freedom Fighters. Though both the forces faced massive destruction and life loss, this Sherpur front war was deadly enough to demoralised the enemy forces.

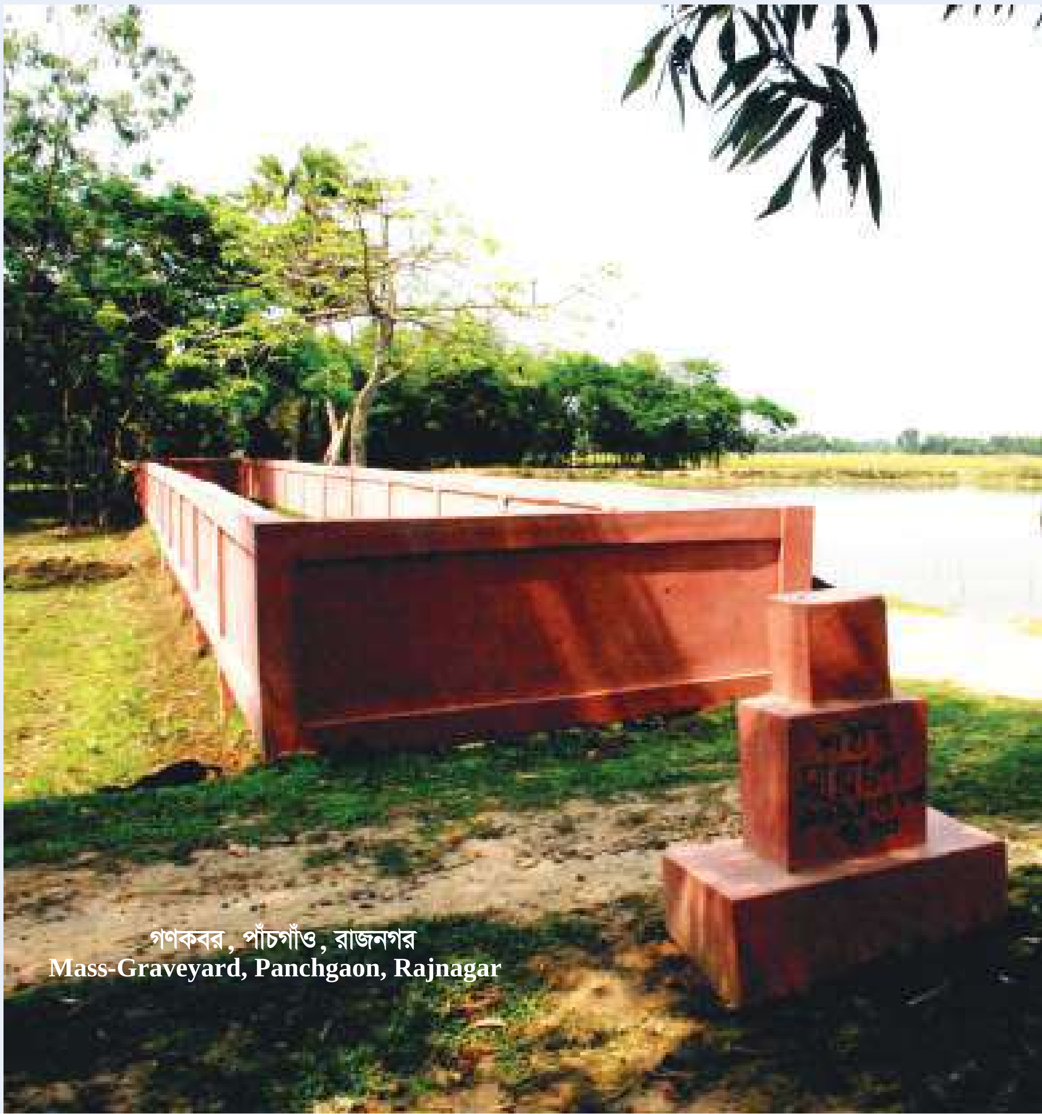

গণকবর, পাঁচগাঁও, রাজনগর
Mass-Graveyard, Panchgaon, Rajnagar

বধ্যভূমি, শমসেরনগর
Killing Field, Shamsernagar

বধ্যভূমি, বিজিবি ক্যাম্প, শ্রীমঙ্গল
Killing Field at BGB Camp, Sreemangal

১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পে মাইন বিস্ফোরণে নিহত যুদ্ধ ফেরত শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে নির্মিত স্মতিস্তম্ভ।

Monument in the premises of Shaheed Minar in memory of the martyred freedom fighters who died in a mine explosion at Moulvibazar Government High School Camp on December 20, 1971.

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধ

১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে অসীম সাহসীকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান।

এদিন ভোর ৪ টার দিকে মুক্তিবাহিনীর একটি দল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দুর্ভেদ্য ধলই ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এক পর্যায়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর মেশিনগান পোস্টে গ্রেনেড ছোঁড়ার দায়িত্ব দেয়া হয় হামিদুর রহমানকে। তিনি পাহাড়ি খালের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে গ্রেনেড নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। দুটি গ্রেনেড সফলভাবে মেশিনগান পোস্টে আঘাত হানে কিন্তু তার পরপরই হামিদুর রহমান গুলিবিদ্ধ হন। শহীদ হন তিনি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধারা সেদিন হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে সীমানা ফাঁড়িটি দখল করতে সমর্থ হন। এই যুদ্ধে সিপাহি হামিদুর রহমান অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

ধলই সীমান্তে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমান স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতিসৌধ। এই স্থানটি একদিকে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন, অপরদিকে একটি দর্শনীয় স্থান।

Birshrestha Hamidur Rahman Memorial

On October 28, 1971, Bir Shrestha Sepoy Hamidur Rahman was martyred fighting with infinite bravery at Dhalai border of Kamalganj Upazila of Moulvibazar.

Around 4 o'clock in the morning on this day, a group of Mukti Bahini launched a heavy attack on the impregnable Dhalai base of the Pakistani invasion forces. At one point, Sepoy Hamidur Rahman was given the responsibility of throwing grenades at the machine gun posts of the Pakistani invaders. He started the attack by walking chest through the mountain canal with grenades. Two grenades successfully hit the machine gun post but Hamidur Rahman was shot dead soon after. He was martyred. The freedom fighters of the East Bengal Regiment were able to defeat the invading forces and capture the border outpost that day. Sepoy Hamidur Rahman showed extraordinary bravery in this battle.

A memorial has been built in the memory of Bir Shreshtha Shaheed Sepoy Hamidur Rahman at Dhali border. This place is a Liberation War memorial on one hand and a tourist spot on the other.

মৌলভীবাজার জেলা পর্যটন ম্যাপ

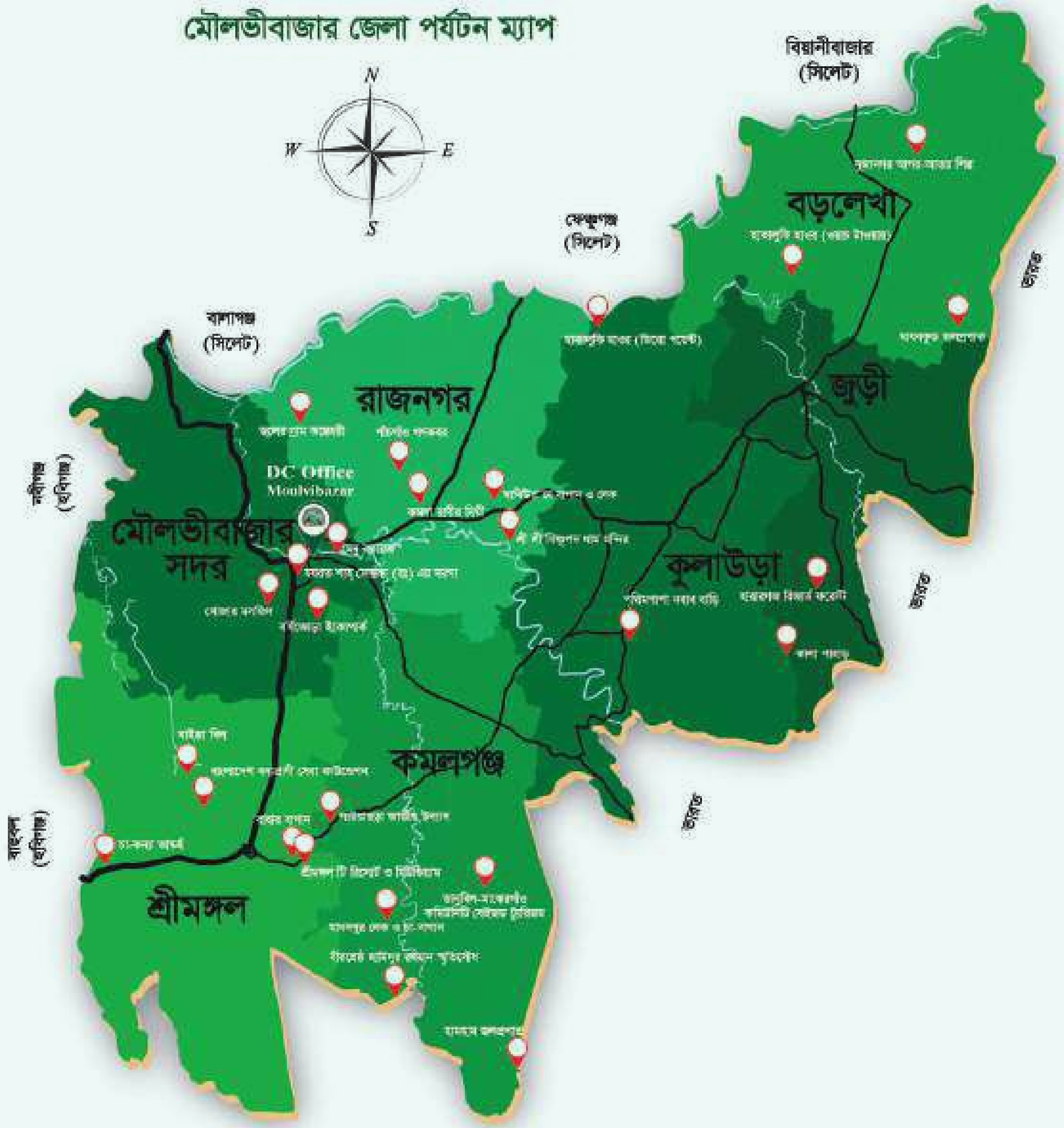

Moulvibazar District Tourism Map

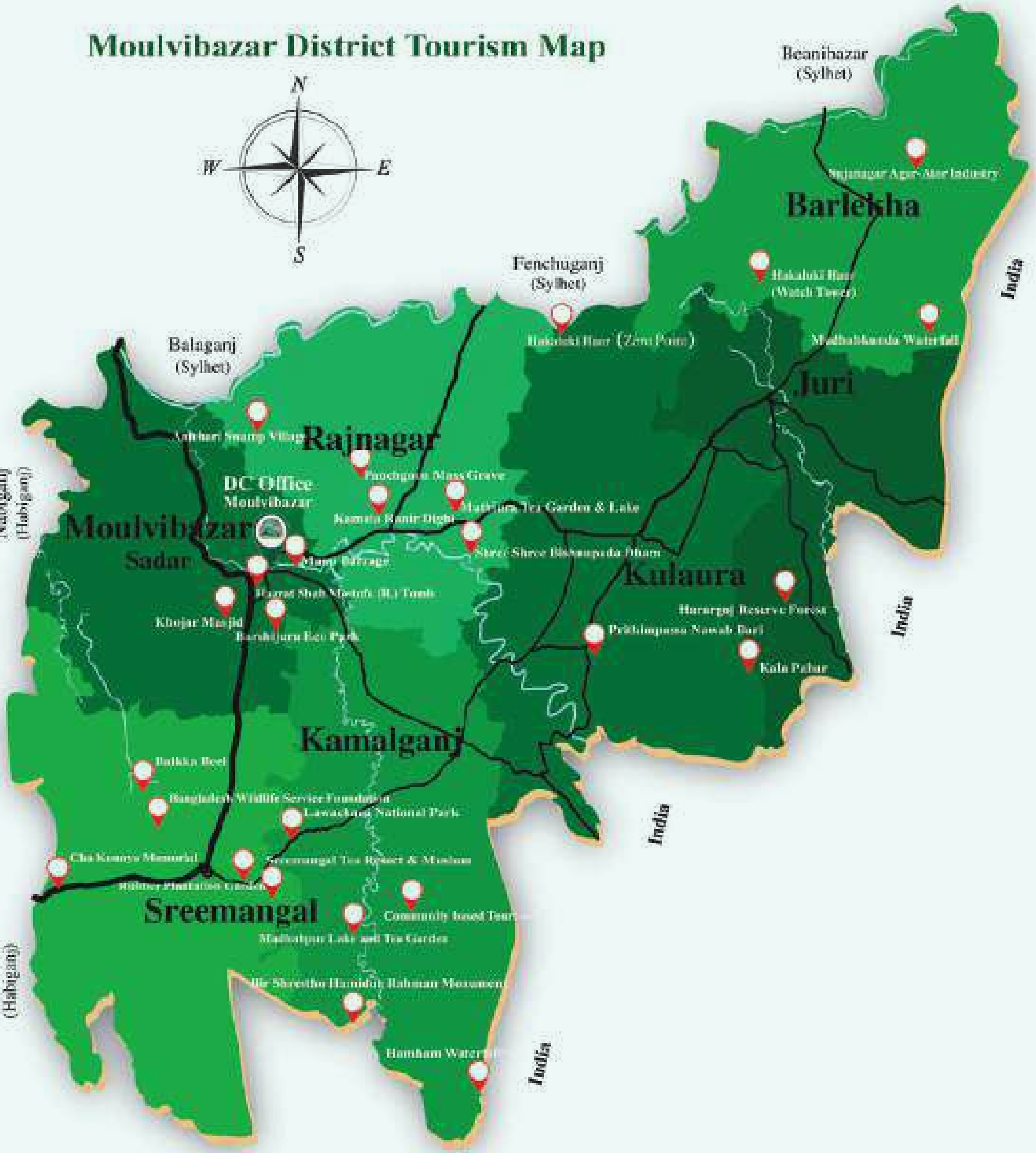

পর্যটনে মৌলভীবাজার

যতদূর চোখ যায় মসৃণ সবুজে ছাওয়া উঁচু-নিচু টিলা, উপরে বিস্তৃত নীল আকাশ। এদিক ওদিক তাকালেই চোখে পড়ে সবুজ বনানী আর বর্ণিল সব পাখি। চা বাগান, লেক, হাওর, উঁচু-নিচু পাহাড়, ঘন জঙ্গল, খনিজ গ্যাসকূপ, আনারস, লেবু, পান, আগর ও রাবার বাগান দিয়ে সাজানো অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটির নাম মৌলভীবাজার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি শীত প্রধান অঞ্চল আবার সবচেয়ে বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল হিসাবেও এ জেলা পরিচিত। তাইতো বৃষ্টিতে ভিজতে কিংবা কনকনে শীত অনুভব করতে এখানে দুই মৌসুমেই পর্যটকের ভিড় লেগে থাকে।

এ জেলায় বছরে আনুমানিক ৫ লক্ষ পর্যটকের আগমন ঘটে। জেলাব্যাপী পর্যটকদের জন্য রয়েছে শতাধিক আবাসিক হোটেল-রিসোর্ট এবং রেস্টুরেন্ট। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও দেশের অন্যান্য স্থান থেকে মৌলভীবাজার আসার জন্য বিভিন্ন বাস ও ট্রেন সার্ভিস রয়েছে। বিভিন্ন পর্যটন স্থান ভ্রমণের জন্য অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে বাস, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, সিএনজি, ইজিবাইক, রিক্সা ইত্যাদি।

Tourism in Moulvibazar

So far the sight goes, numorous hillocks locally known as ‘tilla’s covered with greenery lies with their extraordinary beauty beneath the charming blue sky. There are dense green forests and birds of different colour are found every where in the forests in Moulvibazar. Moulvibazar is a combination of tea graden, lakes, haors, hills of different height, dense forests, wells for natural gas and pineapples, betal leaves, agor and rubber gardens. Moulvibazar district is well known as the district of highest rainfall in the country. So, the tourists gather here to see the nature both in the rain as well as in the wintry cold.

About 5 lakhs tourists visit this district every year. More than one hundred reputed residential hotels, resorts and restaurants are ready here to welcome and entertain the visitors. There are several bus and train services from Dhaka, Chattagong, Sylhet and other places of the country by which to reach Moulvibazar. For internal tours within the district there are also buses, micro-buses, auto-rickshaws and other transport services for the visitors.

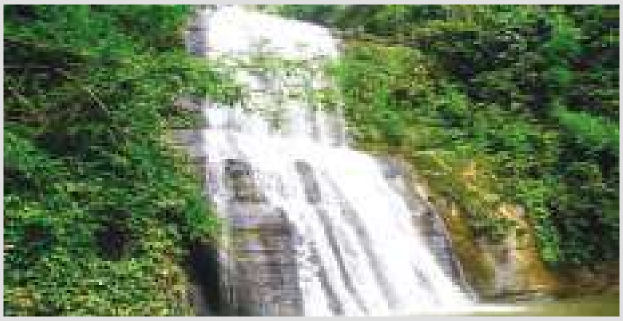

চা বাগান

চা বাগানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, শ্রমিকদের পাতা তোলার অসাধারণ কৌশল, কারখানায় চা উৎপাদন প্রক্রিয়া- সব কিছুই পর্যটককে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। চা বাগানে প্রবেশ করলে মনে হয় কোনো দক্ষ শিল্পী যেন তার সুনিপুণ হাতে মনের মাধুরী মিশিয়ে স্তরে স্তরে সবুজকে সাজিয়ে রেখেছেন, যা দেখে কখনো মনে হয় সাগরের ঢেউ আবার কখনো মনে হয় পাহাড়ের ঢালে সবুজ গালিচা বিছানো মাঠ। বাগানের ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে দৃষ্টিনন্দন সব বাংলো। ঐতিহ্যবাহী বৃটিশ স্থাপত্য শৈলীর এ বাংলোগুলোর সৌন্দর্য সত্যি মনোমুগ্ধকর। কানাডিয়ান ফ্রিল্যান্স লেখক এন্টনি আর ডেল্টন এই অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মৌলভীবাজারকে 'একখণ্ড স্বর্গ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের ১৬৩টি চা বাগানের মধ্যে ৯২টি চা বাগানই এ জেলায় গড়ে উঠেছে। চা বাগানের আওতাধীন ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩ শত একর জমির ৮৫ হাজার ১ শত ৪০ একর ভূমিতে গড়ে তোলা এই চা বাগানগুলো চা উৎপন্ন করে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ চা-বোর্ডের তথ্যমতে ২০২৩ সালে দেশে চা-উৎপাদন হয়েছে ৯৫.৩৩ মিলিয়ন কেজি।

চা বাগান, মৌলভীবাজার
Tea Garden, Moulvibazar

Tea Gardens

Tea gardens in Moulvibazar are not merely the source of livelihood and business. The artistic technique of plucking tea leaves by the laborers is also a matter of attraction for the tourists. Visitors come to see the method of tea processing in the factories as well. At the very entrance to the the tea gardens it is observed that the skilled hands have decorated the garden with green rows with the expression of an aesthetic taste. Then felt like a vast ripple in the sea or a field wrapped with green carpet on the slope of the hill vally. Fascinating bungalows have been made for the manager and the officials of tea gardens. The sculptural beauty of these traditional British style bungalows is really fascinating. A Canadian freelance writer Antony R Denton being fascinated by the natural beauty of Moulvibazar praised Moulvibazar as "A Piece of Paradise".

Out of 163 tea gardens in Bangladesh, 92 gardens are in Moulvibazar district. The total area of land owned by the gardens is 85 thousands 1 hundred and 40 acres and the annual production of these tea gardens is about 4 Crore Kgs. This tea is exported to foreign countries after meeting the home consumption and tea is one of the major export items of Bangladesh.

চা কন্যা

ঢাকা-মৌলভীবাজার মহাসড়কের মৌলভীবাজারের প্রবেশদ্বারে সাতগাঁও নামক স্থানে চা-কন্যা ভাস্কর্যটি চায়ের দেশে স্বাগত জানানোর জন্য যেন নীরবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। 'চায়ের দেশে স্বাগতম' এই আহ্বানটি মৌলভীবাজারে পর্যটকদের আগমনকে স্মরণীয় করে তোলে। মৌলভীবাজার জেলার তৎকালীন জেলা প্রশাসক মফিজুল ইসলাম-এর উদ্যোগে এবং সাতগাঁও চা বাগানের সৌজন্যে ২০১০ সালে ভাস্কর সঞ্চিত রায় ইট-সিমেন্ট ব্যবহার করে ২৪ ফুট উচু দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন।

Cha Kanya (The Tea Girl)

A Sculpture with 'CHA ER DESHE SWAGATAM' inscribed on, standing by the side of the Dhaka-Moulvibazar highway at the entry point of Moulvibazar district near Satgaon. This statue is one the major tourist attractions relating to tea gardens. Mofizul Islam, Deputy Commissioner (DC) of Moulvibazar at that time, was pivotal in taking steps and in association with Satgaon Tea Estate Architect Sanchit Roy built the 24 feet high iconic statue in 2010.

চা কন্যা
Cha Kanya (The Tea Girl)

কাজ শেষে বাড়ি ফিরছেন চা শ্রমিকরা — Tea labourers are returning home after duty

চা উৎপাদন প্রক্রিয়া — Tea Processing

চা জাদুঘর, শ্রীমঙ্গল
Tea Museum, Sreemangal

চা জাদুঘর

বাংলাদেশ চা শিল্পের ইতিহাস প্রায় দেড় শতাধিক বছরের প্রাচীন। ১৮৫৪ মতান্তরে ১৮৪৭ সালে সিলেটের মালনীছড়ায় প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠার পর থেকে চা শিল্পের অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য শ্রীমঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি চা জাদুঘর। দেশের চা বাগানগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহকে সংরক্ষণ করে নতুন প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে জাদুঘরটি।

Tea Museum

The history of tea industry in Bangladesh is about one and a half hundred years old. The first ever tea garden of Bangladesh was established at Malnichara in Sylhet in 1854 or 1847. To preserve the history of the tea industry, a Tea Museum has been established in Sreemangal. This Museum has been acting as an important bridge in preserving the old heritages and introducing them to the new generations.

সবুজ চা উপত্যকা
Green Tea Valley

বিটিআরআই

উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের চা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদন ও গবেষণার জন্য মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল শহরের অদূরে ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি স্থাপিত হয় বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই)। বাংলাদেশ চা বোর্ডের আওতাধীন দেশের একমাত্র চা গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষণীয় গুণগত মান সম্পন্ন ২৩টি ক্লোন ও ৫টি বীজজাত উদ্ভাবন করেছে। এটি মৌলভীবাজারের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। বিটিআরআই চা বাগানগুলোতে বছর জুড়েই পর্যটকদের আনাগোনা থাকে।

BTRI

In order to Producing high yielding and high quality tea by scientific research Bangladesh Tea Research Institute (BTRI) was set up near Sreemangal town of Moulvibazar on February 28, 1957. It is only Tea Research Institute under Bangladesh Tea Board. This institute has successfully invented 20 clones and 5 varieties of seeds which are high yielding and of great quality.

It is one of the tourist attractions of Moulvibazar. Tourists gather at the tea gardens of BTRI round the year.

সাতরঙের চা

মৌলভীবাজারে আগত পর্যটকের কাছে আরেক বিস্ময় শ্রীমঙ্গলের 'সাত রঙের চা'। এক গ্লাসে তৈরি বিস্ময়কর ও জাদুকরী সাত রঙের চা পাওয়া যায় শ্রীমঙ্গলের রামনগরের মণিপুরীপাড়ায় এবং কালিঘাট সড়কের নীলকণ্ঠ চা কেবিনে। এই চায়ের উদ্ভাবক রমেশ গৌড়।

Seven Layer Tea

The 'Seven Layer Tea' in Sreemangal is another wonder for the visitors to Moulvibazar. This wonderful and enchanting multi-colour tea in a glass is available both in Neelkanta Tea Cabin-Ramnagar, Monipuripara and Khalighat Road, Sreemangal. The inventor of this tea is Ramesh Gaur.

চা বাগান, মৌলভীবাজার
Tea Garden, Moulvibazar

মাধবপুর লেক

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর চা বাগানের পাহাড়ি টিলার মাঝে 'মাধবপুর লেক'। মৌলভীবাজার শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থান। চারদিকে সবুজ পাহাড়। পাশাপাশি উঁচু উঁচু টিলা আর সারি সারি চা গাছ। চারদিকে অনুচ্চ পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত লেকটি সত্যিই অপূর্ব। মাধবপুর লেকের টলমলে পানি, ছায়া সুনিবিড় পরিবেশ, শাপলা শালুকের সৌন্দর্য পর্যটকের মাঝে এক মনোমুগ্ধকর অনুভূতি জন্মায়। ইচ্ছে করলে উপমহাদেশের অন্যতম বড় চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানাটি এখানে দেখে নেয়া যাবে।

পর্যটকদের রোমাঞ্চিত করে এমন আরো কয়েকটি দৃষ্টিনন্দন লেক ছড়িয়ে আছে মৌলভীবাজার জেলার চা বাগানগুলোতে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে শ্রীমঙ্গলের ভাড়াউড়া, রাজঘাট, হরিণছড়া, সাতগাঁও লেক, রাজনগরের মাথিউরা চা বাগান লেক, বড়লেখার উত্তর সমনবাগ বেকি লেক, কুলাউড়ার গাজীপুর চা বাগান লেক, কমলগঞ্জের আলীনগর চা বাগান লেক ইত্যাদি।

মাধবপুর লেক, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
Madhabpur Lake, Kamalganj, Moulvibazar

Madhabpur Lake

Madhabpur Lake is situated in the valley of hillocks at Madhabpur Tea Estate under Kamalganj Upazilla. It is situated at about 40 kilometers south of Moulvibazar town and about 20 kilometers South-East of Sreemangal town. The lake is formed in the green hillocks. This lake is also famous for the wildlife in the bordering hills and hillocks. The visitors become enchanted by the beauty of the lake with floating blue lotus.

Many other lakes are situated in the tea gardens of Moulvibazar District which is widely visited and liked by the tourists. Some other famous lakes are Bharaura, Rajghat, Horincherra, Satgaon lakes of Sreemangal, Mathiura Lake in Mathiura Tea Garden Lake of Rajnagar, Uttor Somonbag Lake of Barlekha, Gazipur Tea Garden Lake of Kulaura, Alinagar Tea Garden Lake of Kamalganj etc.

রাবার

রাবার একটি মহামূল্যবান সম্পদ। সিলেট বিভাগের মধ্যে মৌলভীবাজার জেলায় সবচেয়ে বেশি রাবার উৎপাদিত হয়। জেলায় ২টি সরকারী রাবার বাগানসহ প্রায় ৬০টি নয়নাভিরাম ছোট-বড় রাবার বাগান রয়েছে। কুলাউড়া উপজেলার ২৫৪২ একর বিশিষ্ট ভাটেরা রাবার বাগানে ২৪৬৭ একর এলাকায় ১৯৬৬ সাল থেকে রাবার আবাদ করা হচ্ছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলার ১৭৪৪ একর বিশিষ্ট সাতগাঁও রাবার বাগানের ১৭৪৪ একর এলাকায় ১৯৭১ সাল থেকে রাবার আবাদ করা হচ্ছে।

মৌলভীবাজারের রাবার শিল্পকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি শ্রীমঙ্গল উপজেলায় একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাবার কাঠ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

রাবার বাগান, মৌলভীবাজার
Rubber Plantation, Moulvibazar

Rubber

Rubber is undoubtedly a valuable resource. Moulvibazar district has the largest share of the rubber production in Sylhet division. There are total 60 big and small rubber gardens including two government owned gardens in this district. The Vatera rubber garden in Kulaura upazila consists of 2542 acres of land out of which rubber has been planted on 2467 Acres. Rubber has been planted on 1744 Acres of land of Satgaon rubber garden under Sreemangal upazila since 1971.

Based on the Rubber industry of Moulvibazar a high power rubber wood treatment plant has been established at Sreemangal upazila.

আগর-আতর

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সুজানগরে প্রায় চারশত বছর ধরে আগর গাছ থেকে তৈরি হচ্ছে মূল্যবান তরল আতর। ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে আগর-আতরকে বলা হচ্ছে তরল সোনা। আরব বণিক থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ী সবাই ছুটে এসেছেন এর সুবাস নিতে। সুজানগরে রয়েছে ৩৫০টির বেশি ছোট-বড় আতর তৈরির কারখানা। এ শিল্পে জড়িত রয়েছেন সুজানগর, রফিনগর, বড়থল, শালগিগা ও হাসিমপুর গ্রামের প্রায় ৩০-৩৫ হাজার নারী-পুরুষ। এখানকার তৈরি আতর সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশ ছাড়াও ইউরোপে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরে প্রায় ৫০০-৬০০ কোটি টাকার আতর রপ্তানি হচ্ছে। আতরের আতুড়ঘর সুজানগর হলেও পার্শ্ববর্তী জুড়ী উপজেলায়ও বর্তমানে এর উৎপাদন বিস্তার লাভ করেছে।

২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় আগরকে শিল্প হিসেবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়। উন্নত মানের প্রযুক্তি ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আগর ক্লাস্টারকে দেশের অন্যতম রপ্তানি পণ্যের শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক আগরকে ২০১৬ সালে 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

Agor-Ator

Ator, a valuable perfume, is being produced from the Agor tree in Sujanagar of Barlekha upazila of Moulvibazar is traced about 400 years back. It is called Liquid Gold considering its commercial prospects and value. Agor-Ator has achieved the commercial value as a product among Arabian and Indian businessmen all came to collect it. There are more than 350 Ator manufacturing factories in Sujanagar. About 30 to 35 thousand men and women of Sujanagar, Rafi Nagar, Borthal, Shalgigha and Hashimpur village work in the agor plantation. In addition, Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Iran, United Arab Emirates Ator is being exported in Europe also. At present Ator worth Tk. 500-600 Crore is being exported every year. Though the hub of Ator is Sujanagar, production of agor-ator has now expanded to near Juri upazila also.

The Ministry of Industry approved the agor as the small Industry officially in 2014. By ensuring the use of the best of technology and by offering all possible co-operation, District Administration, Moulvibazar has chosen agor as the product of "One District One Product" in 2016.

আগর বাগান, সুজানগর
Agor Plantation, Sujanagar

বাংলা পানের বরজ
Plantation of Bangla Betel Leaf

পান

মৌলভীবাজার তথা সিলেট অঞ্চলে অতিথি আপ্যায়নের অন্যতম উপকরণ হলো পান। এখানে বিয়ে অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক আলাপন পান ছাড়া মোটেই জমে না। মৌলভীবাজার দু'ধরনের পান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। খাসিয়া বা খাসি পান ও বাংলা পান বা মিঠা পান।

খাসিয়া জনগোষ্ঠীর একমাত্র আদি পেশা পান চাষ। তারা গহীন অরণ্যে বড় বড় গাছে পান চাষ করে। খাসিয়া পান সহজে পঁচন ধরে না, স্বাদও আলাদা। প্রায় দুইশ বছরের ঐতিহ্যবাহী মৌলভীবাজারের বাংলা পান। মিষ্টি স্বাদে এ পান ঔষধি হিসেবেও পরিচিত। সদর, রাজনগর ও শ্রীমঙ্গল উপজেলাসহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বারই সম্প্রদায়ের লোকজন বরজ তৈরী করে বাংলা পান চাষ করে থাকেন।

এই দুই ধরণের পান স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা এখানে এসে পান সংগ্রহ করেন। তাই খাসিয়া পান ও বাংলা পান মৌলভীবাজারের সম্ভাবনাময় কৃষিপণ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

Betel Leaf

Betel leaf is a common element in the Sylhet region to welcome a guest. Betel leaf is also essential in the discussion about marriage and other social gatherings. Moulvibazar is famous for producing two kinds of betel leaves. These are Khashia or Khashi betel leaf and Bangla or sweet betel leaf.

The main occupation of the Khashia People is growing betel leaf. They grow betel leaves on big trees of the forests. The Khashia Betel leaves do not perish early. It also has a very special taste. The Bangla betel leaf of Moulvibazar is a tradition of about two hundred years. This sweet leaf is also used as medicine. The people from Baroi Community of Moulvibazar Sadar, Rajnagar and Sreemangal upazilas of the district cultivate this betel leaf.

These two kinds of betel leaves are also exported and earned huge amount of foreign currency. The traders from Dhaka and other places come to Moulvibazar to collect these for trading. Thus, Khashia and Bangla betel leaf has emarged as a potential agro product of Moulvibazar.

খাসিয়া পান সংগ্রহ
Collection of Khashia Betel Leaf

হাইল হাওরে কালেম পাখি
Kalem Bird of Hail Haor

হাওর
Haor

বর্ষায় অথৈ জল, শীতে পাখির উল্লাস, বছর জুড়ে উদ্ভিদ-প্রাণীবৈচিত্র্য নিয়ে মৌলভীবাজারের হাওরগুলো যেন দূরের মানুষকে টানে। একদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওর হাকালুকি। সাথে দেশের অন্যতম বৃহৎ হাওর কাউয়াদীঘি আর বাইক্কাবিলের জন্য বিখ্যাত হাইল হাওর। রয়েছে বড় হাওর, হাওর করাইয়া, পূবের হাওরসহ ছোট বড় ৬টি হাওর। যা হাজারো পাখির কলতান, মাছ ও জলজ উদ্ভিদের আধার।

The haors of Moulvibazar attract the visitors from remote places with huge water in the Rainy Season, with joy of the birds in the winter and Biodiversity around the year. Moulvibazar has the country's biggest haor Hakaluki and in other side, one of the greatest haors Kawadighi and Hail haor which is famous for Baikka Beel. Moreover, there are 6 big and small haors including the Boro haor, the Haor Koraiya and the Puber Haor etc. which are habitats for birds, fishes and water plants.

কাউয়াদীঘি হাওর
Kawadighi Haor

কাউয়াদীঘি হাওর

বর্ষায় রাজনগর উপজেলার কাউয়াদীঘি হাওর যেন এক অপরূপ মোহমায়া তৈরী করে। প্রতি মুহূর্তে পাল্টায় আকাশ-জলের রূপ। হাওরটিও নানান জাতের মাছ ও জলজ উদ্ভিদের জন্য বিখ্যাত। এই নৈসর্গিক জলাভূমি হয়ে ওঠতে পারে দেশ-বিদেশের হাজার মানুষের বছর ঘুরে বেড়ানোর অন্যতম জায়গা।

Kawadighi Haor

During the Rain, Kawadighi haor under Rajnagar upazila, creates a beautiful appeal. The colour of the sky and water changes every hour. This haor is also famous for various kinds of fishes and water plants. This splendid marshy land may become an attractive place for thousands of tourists both from local and abroad.

হাকালুকি হাওর

সিলেটের ৩টি উপজেলাসহ মৌলভীবাজারের বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়া উপজেলায় বিস্তৃত হাকালুকি হাওর। বর্ষাকালে ২৩৮টি বিল ও ১০টি নদী একীভূত হয়ে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর এলাকাজুড়ে সাগরের ন্যায় এক বিশাল জলাশয়ের আকার ধারণ করে। বর্ষার শেষ, আর শীতের শুরুতে এক মায়াবী রূপ ধারণ করে হাকালুকি। হাকালুকির সূর্যাস্তের রূপ দেখে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। পর্যটকদের সুবিধার্থে হাওরে ৩টি সুপরিসর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

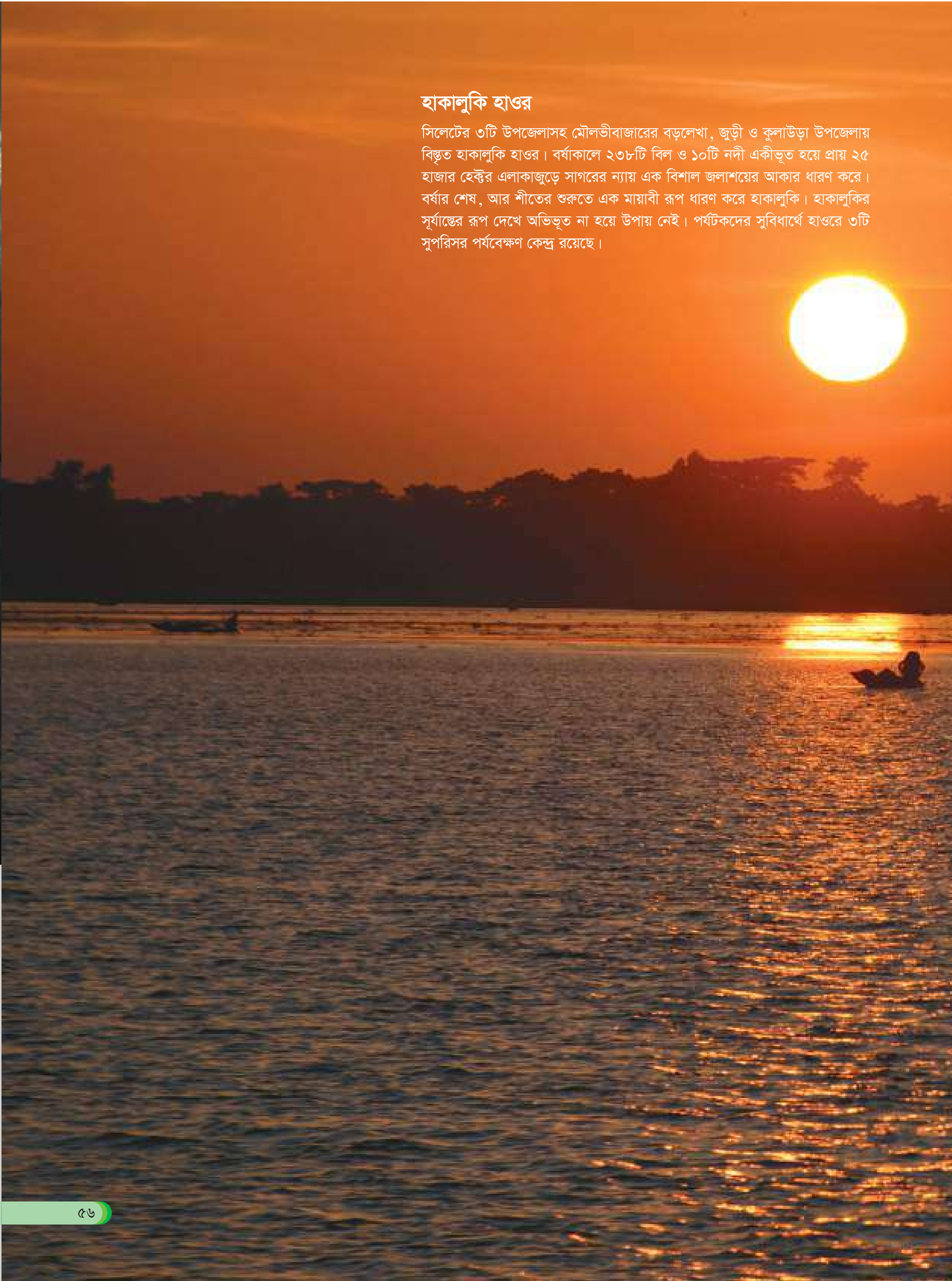

Hakaluki Haor

The Hakaluki Haor is expanded over a vast area of Barlekha, Juri and Kulaura upazilas of Moulvibazar with other 3 upazillas of Sylhet District. In the rainy season 238 beels (small water bodies) and 10 rivers join with one another, extend over 25 thousand hector land and shaped as a vast as a sea. At the end of the rainy season and at the outset of the winter the Hakaluki Haor takes a heavenly look. The sight of the setting sun is always exceptional in the Hakaluki Haor. For the convenience of the tourists 3 large watch towers have been built.

হাকালুকি হাওরে সূর্যোদয়

Sunrise at Hakalukir Haor

হাইল হাওর ও বাইক্কা বিল

মৌলভীবাজারের ঐতিহ্যবাহী হাইল হাওরের আয়তন প্রায় ১০ হাজার হেক্টর। প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও জীবন জীবিকার বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জলাভূমি। শ্রীমঙ্গলের কালাপুর, ভূনবীর ও মির্জাপুর এবং সদর উপজেলার নাজিরাবাদ ইউনিয়নের অর্ধশতাধিক গ্রাম নিয়ে বিস্তৃত এ হাওর দেশি বিদেশি নানা প্রজাতির পাখি, শামুক, ঝিনুক, ঘাস, শাপলা, শালুক, হিজল-করচসহ নানান জলজউদ্ভিদ এবং বন্যপ্রাণির নিরাপদ আবাসস্থল। হাওরের সুপরিচিত পাখি কুড়া বা ডাহুক।

হাইল হাওরের প্রায় ১০০ হেক্টর আয়তনের জলাভূমির নাম **বাইক্কাবিল**। জীববৈচিত্র্য আর মাছের অভয়াশ্রম বিলটিকে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পরিচিত করে তুলেছে। অনেক প্রজাতির মাছ এখানে বংশবৃদ্ধি করে পুরো হাওরে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিল শুধু মাছের জন্য নয়, স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখি, জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণবৈচিত্র্যের এক নিরাপদ আবাসস্থল। নয়নাভিরাম এ জলাভূমিতে হাজারো শাপলা, পদ্মটুনা আর পদ্মফুল ফোটে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাখি দেখার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাইক্কা বিল
Baikka Beel

Hail Haor and Baikka Beel

Hail Haor of Moulvibazar, a very important wetland covering about 10 thousand hectors of land, is full of natural resources and various wildlives. Considering wildlives and natural resources it is also an important source of livelihood. It is expanded over hundreds of villages of Kalapur, Bhunobir, Sreemangal and Mirzapur unions in Sreemangal and Nazirabazar union of sadar upazila. It is a safe shelter of many species of birds, snail, oyster, grass, water-lily with other plants and many other wild species. Water cock is the well-known bird of Hail Haor.

The Baikka Beel surrounding an area of about 100 hector land is the name of the marshy land is situated at Hail Haor. For the Biodiversity and fish sanctuary the haor is well-known equally to the country and abroad. Many species of fishes are found in the haor and it is a breeding place to many of the rare fishes. This is a safe shelter to the birds that comes from the cold Siberia and other places during the winter. Thousands of water lily and lotus bloom in this charming water. There is a watch tower for the tourists to watch the distant birds and vegetation with a powerful telescope.

হাইল হাওরের জলজ উদ্ভিদ
Aquatic plants of Hail Haor

হাকালুকি হাওর
Hakaluki Haor

হাইল হাওরে পরিযায়ী পাখি
Migratory birds in Hail Haor

হাইল হাওরে পরিযায়ী পাখি
Migratory birds in Hail Haor

হাইল হাওরে ডাহুক/কুড়া পাখি
Water Coock at *Hail Haor*

হাইল হাওরে মাছ ও পাখি

বাইক্কা বিলের পাখি
Birds in the *Baikkabeel*

হাইল হাওরে গোলশা মাছ
Golsha Fish in Hail Haor

হাইল হাওরে রাণী মাছ
Rani Fish in Hail Haor

হাওরের মৎস সম্পদ
Fishes of Haors

বনাঞ্চল

মৌলভীবাজার জেলাজুড়ে রয়েছে অসংখ্য পাহাড়, টিলা অরণ্যরাজির নয়নাভিরাম দৃশ্য। বিশাল বনভূমি পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে এক অনবদ্য অবস্থানে রয়েছে। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মাধবকুণ্ড ও বর্ষিজোড়া ইকো পার্ক, রাজকান্দি, পাথারিয়া ও ভাটেরা হিল রিজার্ভ, সাতগাঁও ও দিনারপুর পাহাড়, বিস্তীর্ণ চা বাগান সবকিছু মিলে মৌলভীবাজার যেন এক সবুজ বনের রাজ্য।

Forests

Innumerable forests are there in the hills and in the plain land at the north, east and south corner of Moulvibazar district. The forests also have a fascinating view. The forests of Moulvibazar have occupied a very important place for preserving the environment. Lawachara National Park, Madhabkunda and Barshijora Echo Park, Rajkandi, Patharia and Bhatera hill reserve, Satgaon and Dinarpur hills, wide tea estates etc have made Moulvibazar a kingdom of green forests.

লাউয়াছড়া বন
Lawachara Forest

লাউয়াছড়া বন
Lawachara Forest

লাউয়াছড়া বনের প্রবেশপথ
Entrance of Lawachhara

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান

লাউয়াছড়া এক মায়াবী মিশ্র চিরহরিৎ বন। যা দেশের অন্যতম রেইন ফরেস্ট বা বর্ষাবন। বনটি বাংলাদেশের সংরক্ষিত জাতীয় উদ্যান। জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ১২৫০ হেক্টর আয়তনের এ বন জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। বিলুপ্তপ্রায় উল্লুকের জন্য এ বন বিখ্যাত। উল্লুক ছাড়াও এখানে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় জীবজন্তু, পাখপাখালি, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ আর অর্কিড। রয়েছে একটি ভেষজ উদ্ভিদের বাগান।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের চিরহরিৎ বর্ষাবন বা রেইন ফরেস্টের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সূর্যের আলোর জন্য প্রতিযোগিতা করে এ বনের গাছপালা খুব উঁচু হয়ে থাকে এবং অনেক ওপরে ডালপালা ছড়িয়ে চাঁদোয়ার মত সৃষ্টি করে। বনের মাটিতে ঝরাপাতা জমে পুরু স্পঞ্জের মতো হয়ে থাকে, অনেক স্থানেই মাটিই দেখা যায় না। বনের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো বুনো ছড়া বয়ে চলেছে। ছড়ার পানি পরিষ্কার টলটলে এবং ঠান্ডা। ছড়ার কাছে বন্যপ্রাণীর আনাগোনা দেখা যায়। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের পাশেই রয়েছে মাগুরছড়া খাসিয়াপুঞ্জি। খাসিয়ারা বন ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে গড়ে তুলেছে তাদের আবাস। তাদের আবাসভূমিগুলো টিলার উপরে অবস্থিত।
নির্দিষ্ট হারে প্রবেশ মূল্য দিয়ে যে কেউ লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে ভ্রমণ করতে পারে। বনে তিনটি ট্রেইল বা হাঁটা পথ রয়েছে: একটি ৩ ঘন্টার পথ, একটি ১ ঘন্টার পথ আর অপরটি ৩০ মিনিটের পথ। প্রকৃতিকে বিরক্ত না করে প্রশিক্ষিত গাইডের সহায়তায় বনের একেবারে ভেতর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

Lawachara National Park

Lawachara is one of the most magical ever green rain forest of the country and it is situated in Moulvibazar. The forest is the preserved National Park of Bangladesh. This forest extends over 1250 hector of land under Kamalganj upazila in the district.The forest is famous for its various species of wildlife. This forest is also famous for rare species of gibbon. In addition to apes, various species of rare and almost extinct wild beast, birds, insects, trees and orchids are found in this forest. There is a herbal garden in this forest also.

For the existence of equatorial evergreen rain forest heavy rainfall is recorded here. The trees of this forest become very high, as if, they grow competing each other for getting the sunray. These make a kind of canopy by expanding branches. The fallen leaves gather on the ground like a sponge. So, the soil can not be seen in many areas flowing inside. Many hilly streams are flowing Through this forest. The water of the streams are very clear and cold. The wild beasts come to the streams Magur Cherra Khasia Punji is situated near the Lawachara National Park. The Khashias have made their habitat with a mixture of both the forest and the nature. Their abodes are on the top hillocks.

Anyone can travel to Lawachara National Park with a fixed rate of entry. There are three trails or hotspots in the forest: one is 3 hour route, one is 1 hour route and another is 30 minutes route. With the help of a trained guide one can go to the deepest of the forest without annoying the nature.

- মাইকেল এন্ডারসন পরিচালিত জুলভার্নের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৫৬ সালে নির্মাণ করেন হলিউড ছবি **'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ'**। অস্কার জয়ী এই ছবিটি ১৩ টি দেশের ১১৪ টি লোকশনে চিত্রায়িত হয়েছিল। ছবিটির অসংখ্যা মনোরম দৃশ্য চিত্রায়িত হয় লাউয়াছড়ার এই রেল লাইনের বিভিন্ন লোকেশনে।

- Based on a novel of Jules Verne, Michael Anderson made Hollywood Movie *'Around the World in Eighty Days'* in 1956. The movie was filmed at 114 different locations of 13 countries. This Railway track of Lawachhara is one of the filming sites of that Oscar wining movie.

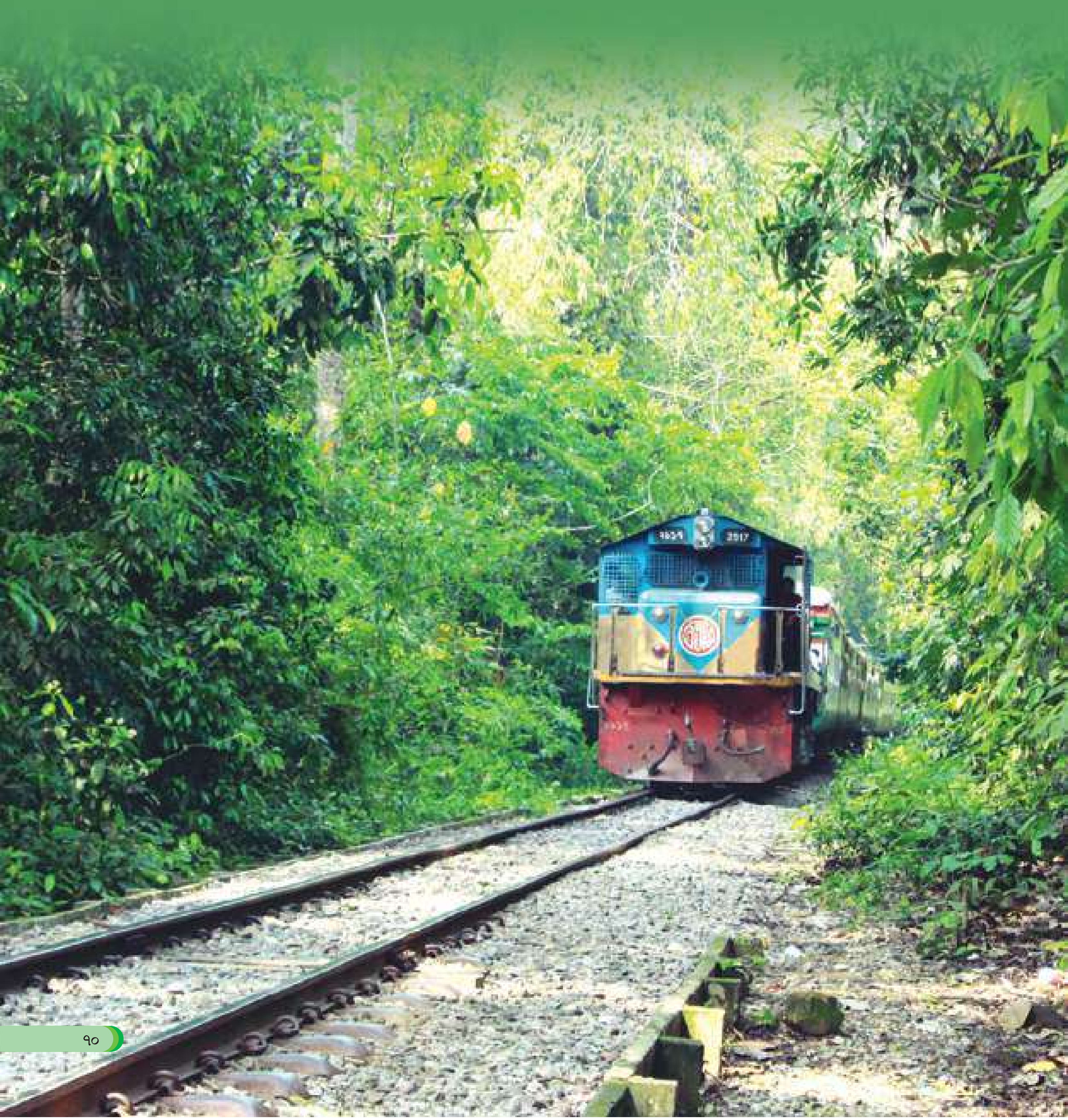

লাউয়াছড়ায় কালা মথুরা
Kaala Mothura in Lawachhara

লাউয়াছড়ায় কালা মথুরা

লাউয়াছড়া বন প্রাণবৈচিত্র্যের এক নিরাপদ অভয়ারণ্য। এখানে নানা রঙ-বৈচিত্র্যের প্রাণীর বাস। আছে বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির প্রাণী। সুন্দর এই প্রাণীদের একটি হচ্ছে 'কালা মথুরা বা কালো ময়ূর'। এরা বনের পাশে, জঙ্গল সংলগ্ন স্থান ও বাশেঁর ঝোপে ছোট ছোট দলে বা জোড়া জোড়ায় মিলে বিচরণ করে। কালা মথুরার ইংরেজি নাম Kalij pheasant। বৈজ্ঞানিক নাম *lophura leucomelanos*। দেখতে অতি সুন্দর এই পাখি সহজে নজর কাড়ে।

'Kaala Mothura' in Lawachhara

Lawachhara forest of Moulvibazar is famous as a secured sanctuary of Bio-diversity. Creatures of different colored and Diversity are living here. There is also endangered and rare species of creatures. 'Kaala Mothura' (Black Peacock) is one of these beautiful creatures. They roam in small groups or in pairs in forest edges, forested areas and bamboo bushes. The English name of Kala Mathura is Kalij pheasant. The scientific name is *`lophura leucomelanos'*. This beautiful looking bird easily catches the eye.

জলপ্রপাত

Waterfalls

মাধবকুন্ড জলপ্রপাত
Madhabkunda Water Falls

মাধবকুণ্ড

গহীন অরণ্যে ঘেরা মাধবছড়া। উচ্চতা প্রায় ২ হাজার ফুট। বনের পাশেই নয়নাভিরাম জলপ্রপাত- মাধবকুণ্ড। পাথারিয়া পাহাড়ের প্রায় ২০০ ফুট উপর হতে অবিরাম গতিতে জলরাশির নিচে পতিত হওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে মাধবকুণ্ড। জলাধারের উৎস উঁচু পাহাড়ের ঝর্ণাধারা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। পর্যটকদের ভিন্ন এক ভালোলাগায় মুগ্ধ করে রাখে। জলপ্রপাত ও আশপাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। মৌলভীবাজার জেলা শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার এবং কুলাউড়া রেলওয়ে জংশন থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে বড়লেখা উপজেলার কাঁঠালতলী এলাকার পাথারিয়া পাহাড়ে অবস্থিত এই মায়াবী জলপ্রপাত।

Madhabkunda

Madhobchara is surrounded by dense Madhabkunda forest. It is about 3 thousand feets high. Beside the jungle there is the most charming water falls Madhabkunda. Water is continuously falling down from Patharia hill of about 200 feet height for which Madhabkunda has been created. The source of the water is the stream on the hill water. It is a wonderful sight. Tourists will be amaged by a different good feelings. The adjacent watch tower helps the viewers to enjoy the beauty of the water falls. This fascinating falls is situated at Patharia hill near Kathaltali of Barlekha upazila about 70 kilometers away from Moulvibazar town and 32 kilometers from Kulaura railway junction.

পরিকুন্ড জলপ্রপাত
Porikundo Waterfall

পরিকুণ্ড

মাধবকুন্ডের পাশেই পাহাড়ের গহীনে রয়েছে আরেক অদ্ভুত সুন্দর বুনো ঝর্ণা পরিকুণ্ড জলপ্রপাত। বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালায় আচ্ছাদিত হয়ে আছে ঝর্ণার চারপাশ, যেন সবুজের মেলা বসেছে এখানে। ১৫০ ফুট উঁচু হতে খাড়া পাহাড় বেয়ে আছড়ে পড়া জলরাশি নিচে বিছানো পাথরের আঘাতে পানির জলকণা বাতাসে উড়ে উড়ে তৈরি করেছে অপূর্ব কুয়াশার আবহ।

Porikundo

Porikundo Waterfalls is situated in a deep of the hill near Madhabkunda. It is surrounded by various species of trees around the stream like an exhibition of the green. An enchanting nebulosity environment is created by the falling water from top about 150 feet high of the hill.

হামহাম জলপ্রপাত

অরণ্য ঘেরা দুর্গম পাহাড়, জারুল, চিকরাশি ও কদমের বনে হাজারো প্রজাপতির ডানামেলে উড়ে যাওয়া অথবা আঁকাবাঁকা ঝিরিপথে দিনের আলোতেই অসংখ্য ঝিঁঝি পোকার ডাক- নয়ানাভিরাম হামহাম হতে পারে পর্যটন পিয়াসী মানুষের মনের রসদ। কমলগঞ্জ উপজেলার রাজকান্দি রিজার্ভ ফরেস্টের কুরমা বনবিটের গহীনে এর অবস্থান। কলাবাগান চা শ্রমিক পাড়া থেকে হাঁটা পথে ৮ কি.মি. দূর্গম পাহাড়ী রাস্তা। এ কষ্টটাকে জয় করে একটু সামনে এগুলেই শুনতে পাওয়া যাবে জলপ্রপাতের শব্দ। ১৩০ ফুট ওপর হতে জল হাম হাম ধ্বনিতে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গাঁ বেয়ে। তাইতো এর নাম হয়েছে হাম হাম।

Hum Hum waterfalls

Hum Hum waterfalls is situated in a deep forest surrounded by hills. This place is full of local flowers like *Jarul*, *Chickrashi* and *Kadam* and the flying creatures like butterfly. Zig-Zag hilly path leading to the fall is also a great charm for the tourists. This water fall is a beauty at the deepest part of the Kurma forest under Rajkandi reserve in Kamalganj upazila. It is tough to reach the fall as it is all the way hilly and remote. As anybody goes through these difficulties of the way and approaches it, the sounds of the falling water can be heard. The water rolling down from a height of 130 feet of the rocky hill creates a hum hum sound, which named the falls- Hum Hum.

গিরিখাত

মৌলভীবাজার জেলা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে সিন্দুরখান ইউনিয়নের নাহার চা-বাগান পার হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় অপূর্ব গিরিখাত রয়েছে। যার একটির নামকরণ করা হয়েছে 'নিসর্গ' গিরিখাত, একটি 'উল্কা' গিরিখাত ও আরেকটি 'ব্যাকুল' গিরিখাত। একই সাথে খুঁজে পাওয়া গেছে কয়েকটি ছোট ছোট জলপ্রপাত ও ঝর্ণা। গিরিখাতগুলো আকারে ছোট হলেও তা বিশ্বের অন্যান্য গিরিখাতের চেয়ে আকর্ষণীয়, অনেক সুন্দর ও রোমাঞ্চকর।

Girikhat

At a distance of 45 km from Moulvibazar district town and 25 km from Sreemangal upazila town, there is a beautiful gorge in the border area crossing the Nahar tea garden of Sindurkhan union. One of which is named as `Nisarga' gorge, one as 'Ulka' gorge and another as `Bakul' gorge. A few small waterfalls and springs have also been found. Although the canyons are small in size, they are more interesting, beautiful and thrilling than other canyons in the world.

মৌলভীবাজারের বনে সোনালি বাঁশ
Golden bamboo in Moulvibazar forest

সোনালি বাঁশ বা গোল্ডেন বাঁশ- অলঙ্কারিক রুপের একটি উদ্ভিদ। মৌলভীবাজারের কিছু কিছু বনাঞ্চলে দেখা মেলে এই বাঁশ। জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার হরিণছড়া, লাখাইছড়া, নাহার চা-বাগানের নাহার পুঞ্জি-সহ বিভিন্ন বনে দেখা যায় সোনালি বাঁশ। এটি দ্রুত বর্ধনশীল বহুবর্ষজীবী বাঁশ। বিভিন্ন দেশে একে 'ফিশ-পোল' বাঁশ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। দেশে দেশে মঞ্চনাটকের শোভা বাড়ানোর জন্য বা পর্দা বা শব্দ বাধা তৈরি করার জন্য এটি জনপ্রিয়। এতে মঞ্চসজ্জায় দর্শকদের আগ্রহ বাড়ে।

সোনালী বাঁশের ফাঁপা কান্ডে রয়েছে ল্যান্স-আকৃতির সবুজ পাতা। নীচের বেতটিতে একটি আকর্ষণীয় হলুদ-সবুজ কচ্ছপের খোলস এবং স্বতন্ত্র সংকুচিত ইন্টারনোড (দুটি জয়েন্টের মধ্যে স্টেম অংশ) রয়েছে। সোনালি বাঁশের কাঠের চমৎকার গুণমান। খুব খরা সহনশীল। উষ্ণ আবহাওয়ায় দ্রুত বর্ধনশীল।

দ্রুত বর্ধনশীল এই বাঁশ ২০ ফুটের বেশি উচ্চতায় পৌঁছতে সক্ষম। গোল্ডেন বাঁশ বসন্ত বা শরৎকালে রোপণ করা হয়। এটি সহজে বাড়তে পারে। প্রায়ই দুই বছরের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। তবে একবার ছড়িয়ে পড়লে অপসারণ করা কঠিন হতে পারে।

গোল্ডেন বাঁশ

বৈজ্ঞানিক নাম: Phyllostachys Aurea 'Golden'

সর্বোচ্চ উচ্চতা: ২০ থেকে ২৭ ফুট, সর্বোচ্চ ব্যাস: ১.৫ ইঞ্চি

Golden Bamboo - A plant of ornamental form. This bamboo is found in some forest areas of Moulvibazar.Golden bamboo can be seen in various forests including Harinchhara, Lakhaichhara, Nahar Punji of Nahar tea garden in Srimangal upazila of the district.It is a fast growing perennial bamboo. It is also referred to as 'fish-pole' bamboo in various countries. It is popular in the country for enhancing stage decorations or creating curtains or sound barriers. It increases the audience's interest in the stage decoration.Golden bamboo has hollow stems with lance-shaped green leaves. The lower cane has an attractive yellow-green tortoise shell and distinctive constricted internodes (stem segments between two joints).Excellent quality of golden bamboo wood. Very drought tolerant. Fast growing in warm climates.This fast growing bamboo can reach a height of over 20 feet. Golden bamboo is planted in spring or fall. It can easily grow. Often spreads over two years. But once spread, it can be difficult to remove.Golden BambooScientific Name: Phyllostachys Aurea 'Golden'Maximum height: 20 to 27 feetMaximum diameter: 1.5 inches

জীববৈচিত্র্য
Biodiversity

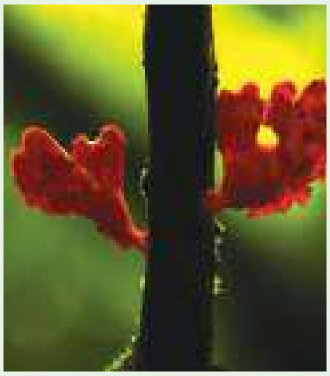

লাউয়াছড়ায় জীববৈচিত্র্য

জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে লাউয়াছড়ার জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশের সমৃদ্ধতম বনগুলোর একটি। এ বন দুর্লভ উদ্ভিদ এবং প্রাণবৈচিত্র্যের এক জীবন্ত সংগ্রহশালা। বনে প্রবেশের সাথে সাথেই নানা ধরনের বন্যপ্রাণী, পাখি, কীটপতঙ্গের শব্দ শোনা যায়। বনের মধ্যে প্রায় সারাক্ষণই সাইরেনের মত শব্দ হতে থাকে; প্রকৃতপক্ষে এটি এক ধরণের ঝিঁঝি পোকার কোরাস ডাক। লাউয়াছড়ার জাতীয় উদ্যানে ৪৬০ প্রজাতির দুর্লভ উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ১৬৭ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪ প্রজাতির উভচর, ৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৪৬ প্রজাতির পাখি এবং ২০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর বসবাস।

বিলুপ্তপ্রায় উল্লুকের জন্য এ বন বিখ্যাত। লাউয়াছড়া ও এর আশপাশের বনে মোট ১৬ টি উল্লুক পরিবার রয়েছে। উল্লুক ছাড়াও এখানে রয়েছে, মুখপোড়া হনুমান, চশমাপরা হনুমান, শিয়াল, বনবিড়াল, মেছোবাঘ, বন্য কুকুর, ভাল্লুক, মায়া হরিণ (বার্কিং ডিয়ার), অজগরসহ নানা প্রজাতির জীবজন্তু। এ বনে দুর্লভ প্রজাতির সাদা বাঘও দেখা যায়।

Biodiversity in Lawachara

The National Park of Lawachara is one of the best forests of Bangladesh with respect to the biodiversity. This forest is a living museum of rare plant and animal diversity. At the very entrance to the forest, wild sounds of various species of wild animal and bird chirps are heard. There are almost always sounds like siren in the forest; in fact it is a chorus of crickets. There are 460 species of rare the plant and animals in the National Park of Lawachara. Out of them trees are of 167 species, 4 species are amphibian, 6 species are reptile, 246 species are birds and 20 species are mammals.

The forest is famous for extinct gibbon. Total 16 gibbon families are in Lawachara and nearby forests. Besides gibbon, there are Capped Langur, Phayre's leaf monkey, fox, wild cat, fishing cat, wild dog, bear, maya deer (barking deer), python etc. White species of tigers are also found in this forest.

উদ্যানের বন্য পাখির মধ্যে সবুজ ঘুঘু, বনমোরগ, তুর্কি বাজ, সাদা ভ্রু সাতভায়লা, ঈগল, হরিয়াল, কালোমাথা টিয়া, কালো ফর্কটেইল. ধূসর সাত শৈলী, পেঁচা, লক্ষ্মীপেঁচা, ফিঙ্গে, লেজকাটা টিয়া, কালোবাজ, হীরামন, কালোমাথা বুলবুল, ধুমকল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ দর্শনীয় পাখির মধ্যে টিয়া, ছোট হরিয়াল, সবুজ সুইচোরা, তোতা, ছোট ফিঙ্গে, সবুজ কোকিল, পাঙ্গা, কেশরাজ প্রভৃতির দেখা মিলে। রঙ-বেরঙ আর নানা জাতের মাকড়সা ও প্রজাপতির জন্য মিশ্র চিরহরিৎ এ বনটির বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের গভীর অরণ্যের সাপ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণায় এ পর্যন্ত ৩২ প্রজাতির কয়েকশ সাপের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া লাউয়াছড়ার গভীর অরণ্যে কয়েক হাজার বিষধর ও বিষহীন সাপের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া মিশ্রচিরহরিৎ এ বনটিতে নানা প্রজাতির ব্যাঙের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হাকালুকি হাওরে রয়েছে ৫২৬ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৪১৭ প্রজাতির দেশীয় ও পরিযায়ী লক্ষাধিক পাখী, ১৪১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, ১০৭ প্রজাতির মাছ। এছাড়াও রয়েছে নানান ধরনের কীটপতঙ্গ, জলজ ও স্থলজ ক্ষুদ্র অনুজীব। মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের চারদিকে পুরো বন জুড়ে রয়েছে নানা জাতের পাখপাখালি, বন্যপ্রাণী, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, লতাগুল্ম বন বনানী।

Among the wildlife in this forest Green Dove, Wild Cock, Turkey Baaj, White brue Saat Viala, Eagle, Horial, Black headed parrot, Black Fork Rail, Dhushor Saat Shoilee, Owls, *Finga, Lejkata Parrot,* Black Baaz, *Hiramon,* Black-headed Nightingale, *Dhumkol* are famous. the birds which are generally seen are Parrot, Small Horial, Green *Shui Chura,* Tuta Small Finga, Green Cuccu, Panga, Keshraj etc. This forest has a name for the spiders and butterfly of various kinds, colours and species.

A research has been carried out in the deepest part of the forest about hundreds of snakes of 32 species have been discovered. It is comprehended that there are several thousands poisonous and non-poisonous snakes in the deepest part of Lawachhara. Moreover, some species of frogs have been found in this evergreen forest.

There are 526 species of plants, 417 species of native and migratory of millions birds, 141 species of wildlives and 107 species of fish in Hakaluki haor which is rich in biodiversity. There are also many types of insects, microscopic aquatic and terrestrial organisms. There are various species of birds, wild animals, trees, plants, herbs, forests around Madhabkunda Water Fall.

লাউয়াছড়ায় সবুজ ঘুঘু
***Green Dove* in Lawachara**

মৌলভীবাজারের বনাঞ্চল ও হাওরের জীববৈচিত্র্য
Biodiversity of the Forest & Haor of Moulvibazar

বনের রত্ন হিসেবে পরিচিত **'বামনরাঙা'** বা **'বুনো মাছরাঙা'**
'Oriental Dwarf Kingfisher' the jewell of forest

বাংলাদেশের দুর্লভ পাখি **'তিলা কাঠকুড়ালী'**
'Speckled piculet' a rare bird of Bangladesh

দূর্লভ পাখি **'ধলাটুপি পানগির্দি'**
Rare bird **'White-Capped Redstart'**

বিশ্বব্যাপি মহাবিপন্ন **'বাংলা শকুন'**
Worldwide critically endangered **'White-Rumped Vulture'**

হাকালুকিতে দৃশ্যমান **'দাগি রাজহাঁস'**
'Bar-headed Goose' at Hakaluki Haor

হাওরের সম্পদ **'মেটেবুক ঝিল্লি'** (জলের মুরগি জাতীয় পাখি)
'Slaty-breasted Rail' asset of haor-basin (one kind of cock of marshland)

দুর্লভ **'চীনা বক'** যাকে শুধু প্রজনন মৌসুমে সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়
'Chinese Pond Heron' a rare bird that can be identyfied only in breeding season

পাখি প্রেমিদের কাছে রহস্যময় স্বপ্নিল পাখি **'লাল মাথা কুচকুচি'**
'Red-Headed Trogon' the mysterious dream bird for bird lovers

দূর্লভ পরিযায়ী পাখি **'তামারঙ বেনেবউ'**
'Maroon Oriole' A Rare Migratory Bird

মিষ্টি পাখি **'সোনাবউ'**
Sweet bird, '**Black-naped Oriole**'

চা বাগানের দুষ্টপাখি **'লালটুপি ছাতারে'**
'Chestnut-capped Babbler' naughty bird of tea garden

'ওরিয়েন্টাল কুকু' , যে অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে
'Oriental Cuckoo' Who lays eggs in other's nest

সোনাকপালি হরবোলা
Golden-fronted leaf Bird

মায়াবী পাখি **'হলদে বক'**
Adorable bird **'Yellow Bittern'**

বুনো ছড়ার সৌন্দর্য **'মালয়ী নিশিবক'**
'Malayan Night Heron' the beauty of forest stream

চা বাগানের ঐশ্বর্য **'বাংলা নীলকণ্ঠ'**
'Indian Roller' the glory of tea garden

দূর্লভ **'ধলামাথা ছোটন'** যার প্রজননভূমি মৌলভীবাজার
'Golden-headed, Cisticola' a rare bird that breeds in Moulvibazar

'সবুজঠুঁটি মালকোহা' যেটি সাপের মতো একেঁবেকে চলে
'Green-billed Malkoa' who always crawls like a snake

শ্যামা ঘুঘু বা সবুজ ঘুঘু
Grey-capped Emerald Dove

বউ কথা কও
Indian Cuckoo

পাতি মাছরাঙা
Common Kingfisher

স্থানীয় পাখি **'লাল মামুনিয়া'**
Resident bird **'Red Avadavat'**

এশীয় দাগি পেঁচা
Asian Barred Owlet

বড় কাঠঠোকরা
Greater Flameback

মোটা ঠোঁট ফুটকি
Thick-billed Warbler

জলের ময়ূর **'জল ময়ূর'**
Pea cock of marshland **'Pheasant-tailed Jacana'**

ল্যাঞ্জা চ্যাগা
Pin-tailed Snipe

'কালো শকুন'-বাংলাদেশের একসময়ের স্থানীয় হয়েও এখন পরিযায়ী পাখী
'Cinereous Vulture'- Once it was our resident bird though it is a migratory now

জাতীয় পাখি **'দোয়েল'**
National bird **'Oriental Magpie Robin'**

মহাবিপন্ন **'কুড়া ঈগল'**
Critically endangered **'Pallas's Fish-eagle'**

লাউয়াছড়ায় মায়া হরিণ
Barking Deer at Lawachara

লাউয়াছড়ায় বন মোরগ
Red Jungle Fowl in Lawachara

কাঁকড়াভুক বেঁজী
Crab-eating Mongoose

লাল কাঁকড়া
Red Ghost Crab

নিশাচর প্রাণি **'গন্ধগোকুল'**
Nocturnal Animal **'Asian Palm Civet'**

দীর্ঘ লেজধারী **'দৈত্য কাঠবিড়ালী'**
'Malayan Giant Squirrel' with long tail

ছোট বাগদাশ
Small Indian Civet

খরগোশ
Indian Hare

মহাবিপন্ন **'লজ্জাবতী বানর'**
Critically endangered **'Bengal Slow Loris'**

পাতি শেয়াল
Asian Golden Jackal

বিপন্ন প্রাণি **'চিতা বিড়াল'**
Near threatened animal **'Liopard Cat'**

বন বিড়াল
Jungle Cat

চশমাপড়া হনুমান
Phayre's Langur

মুখপোড়া হনুমান
Capped Langur

বিপদাপন্ন **'বড় কাঠবিড়ালি'**
Vulnerable '**Black Giant Squirrel**'

ডোরাকাটা গেছো ব্যাঙ
Common Tree Frog

মাইট্টা ব্যাঙ
Dark-sided Frog

সোনা ব্যাঙ
Indian Bullfrog

'অর্কিড ম্যান্টিস' পোকা হলেও, অর্কিড নয়
'Orchid Mantis' is an insect not orchid

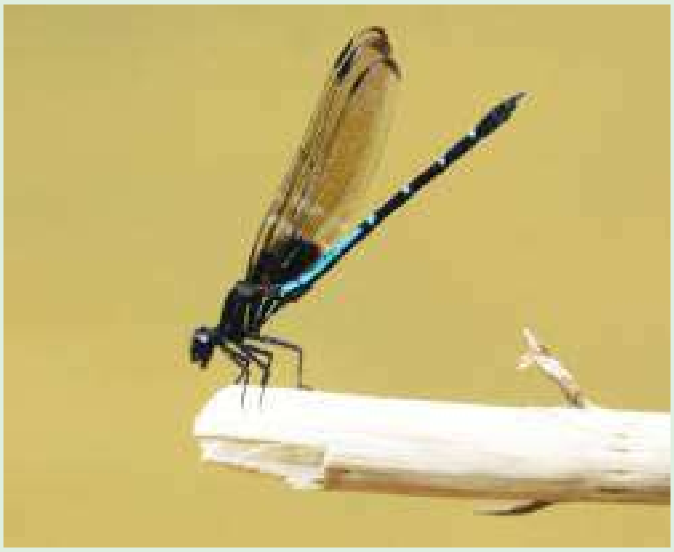

দেশের নতুন ফড়িং **'স্যাফাইয়ার টোরেন্ট ডার্ট'**
New dragonfly of our country **'Sapphire Torrent Dart'**

বাংলাদেশের নতুন প্রজাপ্রতি **'হারলেকুইন'**
'Harlequin'- new butterfly for Bangladesh

বাংলাদেশের নতুন প্রজাপ্রতি **'ইয়েলো ফ্ল্যাট'**
'Yellow Flat'- new butterfly for Bangladesh

বাংলাদেশের নতুন প্রজাপ্রতি **'ফালভাস ডনফ্লাই'**
'Fulvous Dawnfly'-new butterfly of Bangladesh

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মথ্ **'এটলাস মথ্'**
Largest moth of the world **'Atlas Moth'**

বাংলাদেশের নতুন প্রজাপ্রতি **'সিলভার রয়েল'**
'Silver Royal'-new butterfly of Bangladesh

দীর্ঘ ৯৯ বছর পর বাংলাদেশে নতুন করে পাওয়া প্রজাপ্রতি **'দ্য উইচ'**
'The Witch', the rediscovered butterfly in Bangladesh after 99 years

বনের সৌন্দর্য **'ফাঙ্গাস'**
'Fungus'-the beuty of forest

ফাঙ্গাস
Fungus

বড়চোখ ফণীমনসা
Eyed Cat Snake

বিষাক্ত সাপ **সবুজ বোড়া**
Venomous Snake **Spot-tailed Pit Biper**

বাংলাদেশের নতুন সাপ **'মিছে গোখরা'**
'False Cobra' Newly discovened snake of Bangladesh

গোকুল ফণীমনসা
Eastern Cat Snake

পাখি বাড়ি

হাওর আর পাহাড় অধ্যুষিত মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলার বিভিন্ন বাড়ির বাঁশ ঝাড় কিংবা গাছে বাসা বাঁধে বক, সরালিসহ নানান জাতের বুনো পাখি। প্রতিটি মুহূর্তে পাখির কলতানে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। অভয়াশ্রমে পরিণত হওয়া পাখি বাড়িগুলো পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

Birds House

There are seven upazila in moulvibazar whice are enriched with haors and hills become an attraction of tourists for chirping and fluttering of various kind of birds. Birds like Egret, *Sarali* (flying duck) and other birds have made their nests at the bamboo clusters or large trees in these areas. Turned as sanctuary, these 'Birds Home' area with chirping and fluttering of birds, have been attracted by the tourists.

পাখি বাড়ি, মৌলভীবাজার
Birds Home, Moulvibazar

চিত্রা হরিণ
Spotted Deer

মেছো বাঘ
Fishing Cat

চশমাপরা হনুমান
Phayre's Leaf Monkey

সীতেশ বাবুর চিড়িয়াখানা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
Zoo of Sitesh Babu, Sreemangal, Moulvibazar

জলের গ্রাম অন্তেহরি
Antehari, the Water Village

মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ১৪ কি.মি উত্তরে হাওর কাওয়াদিঘী'র পশ্চিমপাড় ও চাতল বিলের পূর্বপাড়, কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণে এবং লাছগাঙের উত্তরে রাজনগর উপজেলার বড় জলাভূমি হাওর কাউয়াদীঘিকে কেন্দ্র করে জলের গ্রাম অন্তেহরির অবস্থান। গ্রামটি সোয়াম্প ভিলেজ হিসেবে অতি সম্প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সোয়াম্প ভিলেজের চারপাশে বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে ছোট ছোট ঘর-বাড়ি, জলের উপর ভাসমান সাদা শাপলা, নল-খাগড়া, অন্যান্য প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ, দেশীয় বেত, মুর্তা, হিজল, তমাল এবং করচ গাছের সারি গ্রামটিকে প্রকৃতির চাদরে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। সারাবছর বকের ঝাঁক, পানকৌড়ির উড়াউড়ি ও হরেক রকমের দেশীয় পাখির কলকাকলিতে গ্রামটি থাকে মুখরিত। এই পর্যটন স্পটে পর্যটক ও দর্শনার্থীদের হাওরের কোল ঘেঁষে থাকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ০২টি শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির, জমিদারের কাছাড়ী বাড়ি, শ্রীমন্দির, পুকুর, ঘাটলা, অজ্ঞান ঠাকুরের সোয়ারী নৌকা, জেলা প্রশাসনের পর্যটন ঘাটলা ও ০৭টি পানসী নৌকা এবং হাওরপাড়ে বসবাসকারী মানুষের জীবন-জীবিকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার মতো খোরাক মিলবে। আধ্যাত্মিক মহাত্রা, পরম বৈষ্ণব, সাধকপুরুষ শ্রীযুক্ত দীনস্মরণ দাস এবং অজ্ঞান ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এ গ্রামে ধর্মীয় সংকীর্তন, পৌষ সংক্রান্তিতে মাছের মেলা, বারুণী তিথিতে বারুণী মেলা, পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ, চড়ক পূজা, আষাঢ়ে আষাঢ়ি পূর্ণিমা অনুষ্ঠানসহ বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করা হয়। এ গ্রামের ধামাইল গানের বেশ সুনাম রয়েছে।

The location of Swamp village Antehari is centered by a large marsh land named Haor Kawadighi in Rajnagar Upazila, away 14 km from Moulvibazar district. Its periphery is: In the north side, the west edge of Haor Kawadighi and east edge of Chatol Bill, south of Kusiara River and north side of Lachgang has covered the village. Very recently, the village has been turned into as a Swamp Village and an attractive place for tourists. The whole area of Swamp village is covered by a natural shade of some small houses, a variety of trees locally named as Bet, Murtha, Hijol, Tormal and Koroch. The village remains evergreen whole year with the chattering of different local birds like egret and diver tourists will be fascinated by the natural attraction of marsh land, two Sree Sree Radha Gobinda Jew temple, Kachari house of Land Loard, Sreemandir, ponds, the boat of Oggan Tagore, tourist pond bank of district administration, seven Pansi Boat, and overall livelihood of the people of locals. This village is historically known as the place for saint, unaffected and religious persons hon'ble Dinshoron Dash and Oggan Tagore. Thirteen festivals are arranged in twelve months here and some other rituals are also arranged namely, religious songs, Leela kirton of Sree Sree krishna, fish fair on the occasion of Poush Songkranti, Baruni fair on the occasion of Baruni Tithi, new year reception on the occasion of Pahela Baishakh, Charak Puja, Ashari Purnima in the month of ashar. Dhamail song of the village is highly reputable.

জলের গ্রাম অন্তেহরি
Antehari, the Water Village

জলের গ্রাম অন্তেহরি
Antehari, theWater Village

জলের গ্রাম অন্তেহরি
Antehari, the Water Village

জলের গ্রাম অন্তেহরি
Antehari, the Water Village

কমলগঞ্জের কমিউনিটি ট্যুরিজম: এক অনন্য আয়োজন
Community Tourism of Kamalganj

কৃষক প্রজা আন্দোলনের ঐতিহাসিক স্থান ও কৃষিপ্রধান এলাকা ভানুবিল গ্রামে এখন পর্যটনের দারুণ ছোঁয়া লেগেছে। প্রথমে দশটি মণিপুরী পরিবারে এই কমিউনিটি ট্যুরিজমের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে তা বিস্তৃত হয়েছে ৭৫টিরও বেশি বাড়িতে ।

মণিপুরী শাড়ি কিনতে আসা জাপানি ব্যবসায়ীদেরকে কেন্দ্র করে কমলগঞ্জে যে কমিউনিটি ট্যুরিজম গড়ে উঠেছিল সময়ের পরিক্রমায় তা এখন পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। হোটেল-রিসোর্টে যেখানে কৃত্রিমতার একটি ছাপ থাকে সেখানে এই কমিউনিটি ট্যুরিজম পরিচালিত হচ্ছে অত্যন্ত আন্তরিক পারিবারিক পরিবেশে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের মণিপুরি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ভানুবিল মাঝেরগাঁও গ্রামে প্রথম এই কমিউনিটি ট্যুরিজমের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

দেশী বিদেশী পর্যটকরা এখানে এসে একদিকে প্রাকৃতিক মুক্ত পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরতে পারছেন অন্যদিকে নতুন সাংস্কৃতিক ভাবধারার সাথে পরিচিত হচ্ছেন। মণিপুরী বাড়িতে অবস্থান করে তাদের খাবার-দাবার, সামাজিকতা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, আতিথেয়তা ও আন্তরিকতায় পর্যটকগণ মুগ্ধ হচ্ছেন। পর্যটকদের বিনোদনের জন্যে মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বইপড়ারও সু-ব্যবস্থা আছে এখানে।

আশার কথা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড পর্যটন উন্নয়নের কথা ভেবে এখানকার উদ্যোক্তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। প্রশিক্ষপ্রাপ্ত গাইড সদস্যরা পর্যটকদের পছন্দের মাধবপুর লেক, বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান স্মৃতিসৌধ, চা জাদুঘর, লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকা, চা বাগান, হামহাম জলপ্রপাত প্রভৃতি পর্যটন স্পটসহ বিভিন্ন এলাকা নির্বিঘ্নে দেখার ব্যবস্থা করে থাকেন।

মণিপুরী বাড়িতে কমিউনিটি বেইজড ট্যুরিজমে খরচও খুব বেশি নয়। চারজনের কক্ষে মাত্র দুই হাজার টাকায় থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

দেশের যে কোন স্থান থেকে বাস, ট্রেন বা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে আসা যায় মৌলভীবাজার জেলায়। ট্রেনে কমলগঞ্জের ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশন অথবা শমশেরনগর রেলওয়ে স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে প্রাইভেট কার বা সিএনজিতে সরাসরি আদমপুরের ভানুবিল গ্রামে চলে যাওয়া যায়। সড়কপথে বাসে মৌলভীবাজার বা শ্রীমঙ্গলে নেমে প্রাইভেট কার বা সিএনজিতে সরাসরি আদমপুরের ভানুবিল গ্রামে যাওয়া যাবে।

Bhanubil village, the historical place of the Peasant Movement and the agriculture based area, has now received a great touch of tourism. Initially, this community tourism journey started with ten Manipuri families, but now it has spread to more than 75 households.

The community tourism that developed in Kamalganj over time centered on Japanese traders who came to buy Manipuri sarees has now occupied a unique place in the list of touristÕs preferences. Where hotel-resorts have a touch of artificiality, this community tourism is being run in a very sincere homely atmosphere.

Five years ago today, the journey of this community tourism first started in Majergaon village of Bhanubil, inhabited by Manipuri people of Adampur union of Kamalganj upazila.

Domestic and foreign tourists come here and can travel comfortably in a stress-free environment and get acquainted with new cultural trends. Staying at Manipuri home-homes, tourists are impressed by their cuisine, sociability, manners, culture, hospitality and sincerity. Traditional cultural programs of Manipuri are being organized for the entertainment of tourists. There is also a good facility for reading books here.

The Bangladesh Tourism Board has arranged proper training for the entrepreneurs here, thinking about tourism development. Trained guide members make sure to visit the tourist spots like Madhabpur Lake, Bir Shrestha Sipahi Hamidur Rahman Memorial, Tea Museum, Lauachara National Park, Tripura Border Area, Tea Gardens, Hamham Falls etc.

Moulvibazar district can be reached by bus, train or private car from any part of the country. Alight at Kamalganj Bhanugach railway station or Shamshernagar railway station. From there one can go directly to Bhanubil village of Adampur by private car or CNG. By road, you can get down at Moulvibazar or Sreemangal by bus and go directly to Bhanubil village in Adampur by private car or CNG.

শীতলপাটি

রঙিন বেতের বুননে তৈরি শীতলপাটি আবহমান বাংলার লোকশিল্পের এক অনন্য ঐতিহ্য। মৌলভীবাজারের রাজনগর ও বড়লেখা উপজেলা শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত। দুটি উপজেলার হস্তশিল্পের কারিগররা কয়েক যুগ ধরে শীতলপাটি বুনছেন। একটা সময় ছিল যখন এ অঞ্চলের ঘরে ঘরে শীতলপাটি বোনা হতো। অনেক মানুষের কাছে এ কুটির শিল্পই ছিল আয়ের বড় উৎস।

রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের ধুলিজুড়া গ্রাম শীতলপাটি তৈরির আদিস্থান। পর্যায়ক্রমে এটি বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথসহ বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের বিলবাড়ি, তুলাপুর, জাহিদপুর, মুন্সিবাজার ইউনিয়নের মেদিনীমহল, জুগিকোনা, মুনিয়ারপাড়, বড়লেখা উপজেলার দাসের বাজার ইউনিয়নের গোবিন্দপুর, পানি সাওয়া, বুলুয়াসহ বিভিন্ন গ্রামের হাজারো মানুষ এ পেশায় সুপ্রাচীনকাল থেকে যুক্ত আছেন। রঙিন মিহি বেতে তৈরি পাটিতে মসজিদ-মন্দির, হাঁস-মুরগি, পাখি, বিড়াল, বক, হরিণের ছবিসহ বিভিন্ন শৈল্পিক নকশা তোলা হয়। একটি সাধারণ পাটি বুনতে সময় লাগে ২০ থেকে ২৫ দিন। পাটি বিক্রি হয় ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকায়। আর উন্নত মানের পাটি বুনতে সময় লাগে দেড় মাস। এটি বিক্রি হয় ৫ থেকে ১০ হাজার টাকায়।

Shitalpati (Cane Mat)

A thin cane made coloured mat locally known as Shitalpati is one of the most popular handicrafts of rural Bangladesh. Rajnagar and Barlekha upazillas of Moulvibazar district are famous for Shitalpati. The handicraft workers of the upazilas have been making the Shitalpati for ages together. In the past, Shitalpatis were made in every house of this region. For many people this cottage industry was a major source of income.

Dhulijura village of Panchgaon union under Rajnagar upazila is the indigenous home of Shitalpati and later, it has been expended to Balaganj, Bishwanath and some other part of greater Sylhet. Moreover, many people of the village of Bilbari, Tulapur, Jahidpur of Fatehpur Union, Medinimohol, Jugikuna, Muniarpar under Munshibazar Union, Gobindapur, Panisawa, Bhulua of Dasherbazar Union in Barlekha upazila have been engaged in this occupation for ages. The picture of Mosque, Temple, nature, rural lifestyle, birds and cattle etc are inscribed on the thin soft coloured Pati, Usually, an ordinary mat that requires 20-25 days to make, can be sold at 2 thousand and 5 hundred taka to 3 thousand taka. A high mat requires one and half months to make which can be sold at 5 thousand taka to 10 thousand taka.

সাইট্রাস ফল
Citrus Fruits

মৌলভীবাজারের বারোমাসি লেবুকে চাষীরা নাম দিয়েছে **পাহাড়ের সোনালি ফসল**। জেলার অনেক অনাবাদি পাহাড়ি টিলা এখন হয়ে উঠেছে লেবু চাষের উর্বর ভূমি। বড়লেখা, জুড়ী, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গলে লেবু চাষ বেশি হয়। কাগজি লেবু চাষের জন্য শ্রীমঙ্গল প্রসিদ্ধ হলেও কাটা, আদা, জারা, পাতু, আশকুল, মাতু (জাম্বুরা), শাশনী, সাতকড়া ও কমলালেবু চাষের জন্য বড়লেখা উপজেলা সবার ওপরে। বিদেশি কমলার পাশাপাশি স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অনন্য খাসি ও নাগপুরী কমলার চাষাবাদ মৌলভীবাজারের বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়ার পাহাড়ি অঞ্চলে শতাধিক বছর ধরে চলছে। সম্প্রতি শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ ও সদর উপজেলাতেও কমলা এবং মাল্টা চাষাবাদের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

Lemon, a fruit growing in all season in Moulvibazar, has been named by the farmers as *Golden Crop of Hill.* Many uncultivable hilly lands of Moulvibazar are being used for growing lemons. Lemons are widely cultivated in Barlekha, Juri, Kulaura, Kamalganj and Sreemangal. Sreemangal is famous for Kagoji Lemon, a popular variety of lemon. Baralekha is on the advantagious position to cultivate *Kata, Adda, Jara, Patu, Ashkul, Maatu, Shashni, Satkorha* and Orange. The plantation of Khasi & Nagpuri Oranges has been being planted in the hilly areas of Barlekha, Juri and Kulaura region in a wide scale for century. In addition, different foreign varietis of citrus fruits are also being done in Kamalganj, Sreemangal and Sadar upazila.

কমলা
Orange

জারা লেবু
Jara lemons

সাতকড়া
Satkorha

জাম্বুরা
Grapes

আনারস

আনারসের জন্য বিখ্যাত মৌলভীবাজার জেলা। শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়া উপজেলার পাহাড়ি টিলায় আনারস উৎপাদন হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলার বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায়ও আনারস উৎপাদন হয়।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় আনারস হচ্ছে জলডুপ। এছাড়া ক্যালেন্ডার, হানিকুইন, জায়ান্ট কিউ ইত্যাদি জাতের আনারস উৎপাদন হয়। পর্যটকদের কাছে মৌলভীবাজারের আনারস বেশ সমাদৃত। এ অঞ্চলে বেড়াতে আসা পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় থাকে আনারস।

এখানকার আনারস সুস্বাদু হওয়ায় এবং বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে এ ফল চাষে ঝুঁকছেন অনেকে। তাছাড়া, চাষাবাদে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেয়ে অনেকেই হয়েছেন স্বাবলম্বী। চাষাবাদ বৃদ্ধির ফলে পাহাড়ি এলাকায় কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

শ্রীমঙ্গলের পাইকারি আড়ৎ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ সারাদেশে পৌঁছে যায় মৌলভীবাজারের আনারস। বিদেশেও রফতানি হয়।

Pineapple

Moulvibazar district is famous for pineapples. Pineapples are produced in the hills of Sreemangal, Kamalganj, Barlekha, Juri and Kulaura upazilas. Pineapple is also produced in various hilly areas of Moulvibazar Sadar and Rajnagar upazilas.The most popular pineapple in this region is Jaldup. Apart from this, pineapples such as Calendar, Honeyquin, Giant Queue etc. are produced. `Moulvibazar pineapples' are very popular among tourists. As the pineapple here is delicious and there is a huge demand in the market, many people are inclined to cultivate this fruit commercially. Moreover, many have become self-reliant after achieving the desired success in farming. As a result of the increase in cultivation, employment opportunities are also created in the hilly areas.The pineapples of Moulvibazar reach all over the country including Dhaka, Chittagong and Sylhet from the wholesale market of Sreemangal. It is also exported abroad.

মৌলভীবাজারের ঐতিহ্যবাহী খাবার
Traditional Foods of Moulvibazar

চুঙ্গা পিঠা

মৌলভীবাজার জেলায় রয়েছে নানান ঐতিহ্যবাহী সু-স্বাদু খাবার। এখানকার একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার হলো 'চুঙ্গা পিঠা'। স্থানীয় 'ঢলু' অথবা 'কালি' বাঁশের চোঙ দিয়ে এই পিঠা তৈরি করতে হয়। বাঁশের চুঙ্গার ভেতরে বিন্নি চাল কিংবা চালের গুড়ি দিয়ে এই পিঠা তৈরি করা হয়।

Chunga Pie

Moulvibazar is famous for a variety of traditional of them. *Chunga Pitha* made by is small chunga (bamboo tube) of *'Dholu'* and *'Kalli'* bamboo. This pie is made of a combination of rice, milk, sugar and coconut putting inside the blank part of the small bamboo.

সাতকড়া

আরেকটি জনপ্রিয় খাবার হলো- সাতকড়া দিয়ে গরুর মাংসের তরকারি। সাতকড়া হচ্ছে একটি লেবু জাতীয় ফল। টক-মিষ্টি স্বাদের ফলটি ঘ্রাণেও অনন্য। শুধু গরুর মাংসই নয়, বড়মাছ দিয়েও এখানে সাতকড়া রান্না করা হয়।

Satkorha

Another popular traditional food in the region is beef curry with satkorha (kind of a citrus fruit). This sour sweet fruit has a special taste. Not only beef, but also big fishes are cooked with it. Satkorha is like a nectar to the Moulvibazar people.

নুনের বড়া-Salted Pie

হান্দেশ/সন্দেশ-Sondesh

নারিকেলের পপ/পব - Coconut Pop

ছই পিঠা-Soi Pitha

ঈদ-পার্বণ এবং শীতকালে চালের গুড়ি ও ময়দার তৈরি ৪টি পিঠা ঘরে ঘরে দেখা যায়। এগুলো হলো- হান্দেস (সন্দেশ-তেলের পিঠা/পোয়া পিঠা), ছই পিঠা (ম্যারা/মুইঠ্যা পিঠা), পব (নারিকেলের ভাজা পুলি) এবং নুনবড়া বা নোনতা পিঠা। এই পিঠাগুলো এখানে এতই জনপ্রিয় যে, দেশের অন্য প্রচলিত পিঠাগুলোর অনুপ্রবেশ কালেভদ্রে ঘটে।

Four kinds of pies are common in every families of Moulvibazar during Eid- Festivals and in winter. These are Shondesh (a pie made from rice sugar and oil), Soi Pitha (mera/ muittya pitha), Pop (fried puly with coconut) and Noonbora or Salted pie. These pies/pithas are so popular here.

মিষ্টি

মৌলভীবাজারে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে জেলা শহরের ম্যানেজার স্টলের মিষ্টি খুবই প্রসিদ্ধ। প্রাচীন এ দোকানের মিষ্টি যুগ যুগ ধরে মৌলভীবাজারবাসীর রসনা তৃপ্ত করছে।

Sweet

Sweets of many varities are available in Moulvibazar. Among these, sweets of Manager Stall is very famous. They have been satisfying the taste of the people for ages.

বিন্নি চালের ভাত

বিন্নি চালের ভাত এ অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং জনপ্রিয় খাবার। আঠালো এই ভাত কৈ, বোয়াল ও আইড় মাছ এবং দুধ দিয়ে খেতে বেশ মজাদার।

The Binni Rice

The Binni Rice is a tradional and popular food in this region. This rice is very tasty with koi, boal, aairh fishes and milk.

ভিন্ন স্বাদের ঐতিহ্যবাহী 'বর্নির ধুছনির দই'

ভিন্ন স্বাদের 'বর্নির ধুছনির দই' মৌলভীবাজারের ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার। স্থানীয় ভাষায় 'ধুছনি' হলো বাঁশ-বেতের তৈরি এক ধরণের গোলাকার ঝুড়ি। মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় এই বিশেষ ঝুড়িতে অভিনব প্রক্রিয়ায় গরু অথবা মহিষের দুধ দিয়ে এক ধরণের সুস্বাদু দই তৈরি করা হয়। এ দইয়ের আঁতুড়ঘর বর্নি ইউনিয়নের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে 'বর্নির ধুছনির দই'। দিনে দিনে এই ভিন্ন স্বাদের দই বড়লেখা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সিলেটে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

স্থানীয় গরু-মহিষের মালিকরা হাকালুকি হাওর পাড়ের বিভিন্ন হাটে সকালবেলা প্রতিদিন টাটকা দুধ নিয়ে আসেন। ধুছনি দইয়ের কারিগররা সেখান থেকে দুধ ক্রয় করেন। ধুছনির গায়ে ক্ষীরের মতো ময়দার প্রলেপ মাখিয়ে প্রথমে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর সেই ধুছনিতে গরু-মহিষের দুধ ঢেলে দই পাতা হয়।

খাটি দুধের তৈরি বলে এই দই অনেক সুস্বাদু হয়ে থাকে। এই দই বানাতে অন্য কিছু মেশানো হয় না। খুব ঘন হয় বলে ধুছনি কাত করলেও এই দই পড়ে না। দুই কেজি ও পাঁচ কেজি ওজনের ধুছনিতে দই বসানো হয়। প্রতি কেজি দইয়ের বর্তমান বাজার মূল্য ৩০০ টাকা। এই দই শতভাগ প্রাকৃতিক। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এই দইয়ের খুব চাহিদা রয়েছে।

বর্নি ইউনিয়নে অনেকেই কয়েক যুগ ধরে বংশানুক্রমিকভাবে এই ব্যবসা করে আসছেন। তবে প্রচারণা না থাকায় এর প্রসার ঘটছে কম।

Traditional 'Borni's Dhuchnir Doi' with different flavors

A traditional curd of Moulvibazar is "Borni's Dhuchnir Doi' with a different taste. In the local language 'Dhuchni' is a kind of round basket made of bamboo and cane. In Baralekha Upazila of Moulvibazar, a delicious curd is made from cow or buffalo milk in this special basket. It is named after the name of Borni union, where this curd is made. Day by day this different flavored curds are is becoming very popular in Sylhet beyond Baralekha.

Local cow-buffalo owners bring fresh milk every morning to various markets in Hakaluki Haor. Dhuchni curd manufacturers buy milk from there. The pores are first closed by applying a coating of latex-like flour on the dhuchni. Then cow-buffalo milk is poured into that pot to make curd.

This curd is very tasty as it is made from raw milk. Nothing else is mixed to make this curd. This curd does not fall even if you strain it because it is very thick. Yogurt is placed in two kg and five kg dhuchanis. The current market price of yogurt per kg is Tk.300. This yogurt is 100% natural. Apart from personal needs, this curd is also in high demand for weddings and social events.

Many people in Borni Union have been doing this business for generations. But due to lack of campaign, its spread is less.

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি
Ethnic People and Culture

মণিপুরী রাখাল নৃত্য
Manipuri Rakhal Dance

চা শ্রমিক জনগোষ্ঠির কাঠি নৃত্য
Kathi Dance of Tea Labourers Community

নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী

মৌলভীবাজারের পাহাড় ও সমতলে কমবেশি প্রায় ৪০টি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস। নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ে তাদেরকে মঙ্গোলয়েড বা অস্ট্রিক শাখাভুক্ত উপজাতি বলে অভিহিত করা হয়। এর মধ্যে মণিপুরী, খাসি বা খাসিয়া, গারো, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, পাত্র, হাজং, কুকি, শব্দকর, আলাম বা হালাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় মণিপুরী সম্প্রদায়ের বৃহৎ একটি অংশের বসবাস। এছাড়াও শ্রীমঙ্গল, বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়ায় কিছু মণিপুরী পরিবার বসবাস করে। মণিপুরীদের প্রধান পেশা হলো কৃষি। মণিপুরী সম্প্রদায়ের মেয়েরাও কৃষিকাজ করে থাকেন। মণিপুরী তাঁতের শাড়ি, চাদর দেশে-বিদেশে খুব জনপ্রিয়।

জেলাজুড়ে বিভিন্ন পাহাড়ি টিলায় অনেক খাসিয়া বাস করে থাকে। খাসিয়াদের সংস্কৃতি এ জেলার আরেক মূল্যবান সম্পদ। খাসিদের প্রধান পেশা পান চাষ। এদিকে মৌলভীবাজারের ৯২টি চা-বাগানে চা-শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। এর মধ্যে ওঁরাও, ভূঁইয়া, নায়েক, গৌড়, কাহার, গঞ্জু, অলমিক, পাসি, হাজরা, দোসাদ, ননিয়া, রবিদাস, পরাধান, বাউরি, পান, পবর, তেলেগু ভূমিজ, ঘাসি, হাজং, বড়াইক, মুণ্ডা, তাতি, লোহার, তুরি, মহালি, কিসান, নাগিসিয়া, রাজগন্দ, মালপাহাড়িয়া, খারওয়ার, খবিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Ethnic Groups

More or less 40 small ethnic groups live on the hills and plain lands of Moulvibazar. They have origins from Mongoloid or Austric race. Out of them Manipuri, Khasia, Garo, Santal, Tripura, Patro, Hazong, Kuki, Shobdokar, Alam or Halam are worth mention.
The greater portion of the Manipuri community lives in Kamalganj upazila of Moulvibazar. Howover, some Manipuri families live in Sreemangal, Barlekha, Juri, Kulaura and other places of the district. The principal occupation of the Manipuris is agriculture. The women of Manipuri community are also involved with cultivation. Handloom Sarees and shawls made by the Manipuri people are very popular at home and abroad.

A good number of Khasia people live in different hillocks of the district. The culture of the Khasia is another valuable element of the district. There are also other small ethnic groups found in the tea gardens of Moulvibazar. Out of them Oraow, Bhuiyan, Nayek, Gourh, Kahar, Gonju, Almic, Pashi, Hazra. Dushad, Nonia, Robidash, Poradhan, Bauri, Paan, Pobor, Telego, Bhumij, Ghashi, Hajong, Boraik, Munda, Tati, Luhar, Turi, Mohali, Kishan, Nagishia, Rajgondo, Malpaharia, Kharwar, Khobia etc. are mentionable.

ওয়ানগালা উৎসব
Wangala Fastival

খাসিয়া পান সংগ্রহ
Khasia Betel Leaf Colletions

মণিপুরী তাঁত
Manipuri Hand-loom

সংস্কৃতি

মৌলভীবাজার জেলায় রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, উৎসব ও ভাষা। মণিপুরী, খাসিয়া, সাঁওতাল, টিপরা ও গারো সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র জীবনাচার। জীবন ও সংস্কৃতি দেখলে খানিক সময়ের জন্য হলেও পর্যটকদের প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে মন চাইবে। প্রতি বছর চা বাগানগুলোয় 'ফাগুয়া উৎসব', টিপরাদের 'বৈসু উৎসব', মণিপুরীদের 'রাস উৎসব' ও গারোদের 'ওয়ানগালা উৎসব' উদ্‌যাপিত হয় জাঁকজমকভাবে।

মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ/মেইতেই/মেইতেই লোন/মীতৈ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় আচার 'রাস উৎসব' দেশ-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়। 'লাই-হারাওবা' মৈতৈইদের একটি বড় ধর্মীয় উৎসব। মণিপুরী নৃত্য বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে করেছে আলোকিত। খাসিয়াদের উল্লেখযোগ্য চারটি নৃত্য হচ্ছে লাহো, রেহাডিনখ্লাস, বংখীবাথ পর্ব, হকতই। এই চারটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ফুটে উঠে। ত্রিপুরারা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিকে ঘিরে তিনদিনের বৈসুক উৎসব পালন করে থাকে। খাসিয়াদের সবচেয়ে বড় উৎসব সেং কুটসনেম।

Culture

Moulvibazar district is enriched with variety of cultural traditions. Each ethnic group has its own culture, festival and language. Observing the unique and diversified life & culture of Monipuri, Khasi, Santhal, Tripuri and Garo communities, tourists will be fascinated to be amongst the nature for a while. Every year, fagua festival in the tea gardens, Boishu festival of the Tipras, Rash Fastival of Manipuris and Wangala Festival of Garo is celebrated gorgeously. The Rash festival of Manipuri Bisnupriya and Moitoi/Meaitai/Meaitai lone/Mitoi caste is very popular in home and abroad. “Lai harawba” is a religious festival of Moitoi caste. The Manipuri Dance is a strong element to the culture of Bangladesh. The four notable dances of the Khasia people are Laho, Rehadinkhlas, Bonkhibath Porbo and Hoktoi. These four functions display their overall cultural activities. The Tripuras observe a three day long Boisuk festival starting on the first day of Bangla New year.

মণিপুরীদের মৃদঙ্গ নৃত্য
Manipuri *Mridongo* Dance

গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ওয়ানগালা উৎসব
Traditional Wangala Festival of Garo Community

মণিপুরী রাস নৃত্য
Manipuri Rash Dance

মণিপুরী শাড়ি
Manipuri Shari

মণিপুরী মৈতৈ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী লাই হারাওবা উৎসব
Tradiotional Lai *Haraoba festival* of Manipuri Meitei Community

ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী মঞ্চ নাটক
Tradiotional Manipuri stage play

ঐতিহাসিক নিদর্শন

মৌলভীবাজার জেলার ৭টি উপজেলায় ছড়িয়ে আছে শতাধিক পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে পর্যটকের মন হারিয়ে যাবে ইতিহাসের অন্য এক খেরোপাতায়।

- মৌলভীবাজার শহরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গয়ঘর নামক গ্রামে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন পাঠান বীর খাজা ওসমানের দীঘি, গড়, দুর্গ এবং ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত উপমহাদেশের প্রাচীনতম মসজিদগুলোর অন্যতম খোজার মসজিদ।
- মৌলভীবাজার শহরের দরগামহল্লায় হযরত শাহজালাল (র.) এর সাথী ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত সৈয়দ শাহ মোস্তফা (র.)-এর মাজার।
- সদর উপজেলার জগৎসী গ্রামে দোল গোবিন্দ আশ্রম।
- পশ্চিমবাজার মনু নদীর জাহাজ ঘাট।
- সদর উপজেলার কাগাবলা ইউনিয়নে কামরূপ রাজ ভগদত্তের উপ-রাজধানী দিনারপুর ভগ্নাবশেষ।
- পাক-হানাদার বাহিনী ও স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর টর্চার সেল পিটিআই এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ বাংকার।
- সদর উপজেলার পাগুলিয়ায় দিল্লীর পীর সাহেবের মসজিদ।
- সদর উপজেলার বিরাইমবাদ গ্রামে আছে সাধক অজ্ঞান ঠাকুরের দেয়াল।
- কুলাউড়া উপজেলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তীর্থস্থান রঙ্গিরকুল আশ্রম।
- প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে কুলাউড়ার পৃথিমপাশা নবাববাড়ি, মসজিদের ফুলেল নকশা ও ইমামবাড়া পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় স্থান। সমগ্র বাংলা ও আসামের প্রখ্যাত সমাজসেবক জমিদার আলী আমজদ খাঁ এই মসজিদ ও ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। শিয়া সম্প্রদায় প্রতি বছর এই ইমামবাড়াতে ১০ মহরম উপলক্ষে সিলেট বিভাগের সবচেয়ে বড় আশুরা অনুষ্ঠান পালন করে।
- কুলাউড়ার কাদিপুরের দুর্গা মন্দির
- ইরানের শাহেনশাহ রেজা শাহ পাহলভীর আগমন উপলক্ষে লংলা ও শমসেরনগর রেল স্টেশনে নির্মিত সুরম্য তোরণ।
- কুলাউড়ার নন্দ নগরের সতীদাহ মন্দির।
- শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৪০০ বছরের পুরনো শ্রী শ্রী নির্মাই শিববাড়ি।
- শ্রীমঙ্গলের কালাপুরের শতাব্দী প্রাচীন রাধা গোবিন্দের মন্দির।
- বিলাস নদীর লঞ্চ ঘাট।
- যাদের নামে শ্রীমঙ্গল সেই দুই ভাই 'শ্রী চন্ডি' এবং 'মঙ্গল চন্ডি'র প্রাচীন মন্দির।
- সীতেশ দেবের চিড়িয়াখানা বা বন্যপ্রাণি সেবা ফাউন্ডেশন।
- মাগুরছড়া ও কালাছড়া গ্যাস ফিল্ড।
- শমসেরনগর বৃটিশ নির্মিত বিমানবন্দর ও তৎসংলগ্ন ১৯৭১ সালে গণহত্যার বধ্যভূমি।
- পতনউষার দূর্গের ধ্বংসস্তূপ।
- বড়লেখা উপজেলার পাথারিয়ায় হযরত সৈয়দ ইয়াকুব (রঃ)-এর মাজার।
- শাহবাজপুর মোঘল আমলের সালেগড় দুর্গ।
- মাধবকুণ্ড সংলগ্ন প্রাচীন শিব মন্দির।
- রাজনগর উপজেলার কমলা রাণীর দীঘি ও তৎসংলগ্ন রাজা সুবিধ নারায়ণের রাজ পরিবারবর্গের সমাধিস্থল।
- তারাপাশার শতাব্দী প্রাচীন তীর্থস্থান বিষ্ণুপদ ধাম।
- পাঁচগাঁও বাংলা সংবাদপত্রের আদি পুরুষ গৌরিশংকর ভট্টাচার্যের বাড়ি।
- ঐতিহাসিক কালো জমজম ও জাহানকোষা কামানের নির্মাতা জনার্দন কর্মকারের বাড়ি।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগের বাড়ি।
- পাঁচগাঁও শান্তিময় দাসের বাড়িতে প্রাচীন শ্রী শ্রী লাল দুর্গা পূজামণ্ডপ।
- রাজনগর, সদর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, কুলাউড়া, জুড়ি ও বড়লেখার পাখি বাড়ি।

পৃথিমপাশা নবাববাড়ি ও ইমামবাড়া, কুলাউড়া
Nabab House & Imambarha, Prithimpasha, Kulaura

Historical Symbols

There are more than one hundred antiquities and historical places around the 7 Upazilas of Moulvibazar District. They bear a huge historical value and attract the tourists as well.

- The Historical Pathan Hero Khaza Osman Dighi, Gorh, Castle and Khojar Mosque are most notable historical places of the district. Khojar Mosque the oldest mosque of the subcontinent built in 1476 A.D. is situated at Goyghor village, three miles south- west to Moulvibazar town.
- The shrine of Hazrat Syed Shah Mustafa (R) one of 360 saints who accompanied Hajrat Shahjalal (R), is situated at Dorga Mohalla of Moulvibazar town.
- Dol Govinda Ashram is situated at village Jagotshi under Sadar Upazila.
- The Jahaj Ghat of Monu river at Pashchim Bazar of Moulvibazar town.
- The ruined sub-capital of Kamrup King Bhogdatta at village Dinarpur, under Kagabala union of Sadar Upazila.
- The underground bunker of PTI area at Moulvibazar town was used as torture cell by the Pakistani invaders and the local Rajakars.
- The mosque of the Peer Shaheb of Delhi situated at Pagulia.
- The wall of the devotee Oggyan Thakur at the village Beraimabad under Sadar upazila.
- Rongirkul Ashram, the mother house of Anti-British movement at Kulaura Upazila.
- The Nawab Bari, artistic flowery design of the mosque and Imambara of Prithimpassa of Kulaura are very attractive places for the tourist bearing the history of two centuries. Nawab Ali Amzad Khan, one of the benevolents of entire Bengal and Assam is the founder of these mosque and Imambara. The Shia Community celebrate holy Asura on the 10^{th} Muharram every year, here which is the largest Asura celebration of Sylhet division.
- The attractive gate at Lungla and Shamshernagar Railway Stations, built on the occasion of arrival of Reza Shah Pahlovi, the Shahan Shah of Iran.
- Shoti Daho Temple of Nanda Nagar at Kulaura.
- 400 Years old Sree Sree Nermai Shiv Bari at Sreemangal upazila.
- Radha Gobinda Temple of Kalapur under Sreemangal.
- Launch Terminal of Bilash River.
- The ancient Sree Chandi and Mongal Chandi Temple in the name of two brothers, after whose names Sreemangal was named.
- The wild animal care foundation of Shitesh Deb.
- Magur Cherra and Kala Cherra Gas Fields.
- The Airport of Shamshernagar set up by the British and the adjacent killing filed and mass graveyeard of 1971.
- The ruins of Patan Ushar Fort.
- The shrine of Hazrat Yeakub (R) at Patharia under Barlekha upazila.
- The Fort of Shahbazpur built in Mughal reign.
- The ancient Shiva Temple adjacent to Madhabkunda.
- The Komla Rani Dighi of Rajnagar upazila and adjacent funeral place of the family members of the king Subid Narayon Raj.
- The hundred years old pilgrim Bishnupada Dham of Tarapasha.
- The home of Gouri Shonkar Bhattacharjee the forefather of Bangla news paper at village Panchgaon.
- The home Jonardhon Kormokar, the smith of historic Kalo Jhom Jhom and Jahan Kusha canons.
- The home of Lila Nag, an anti-British revolutionist and the first female student of Dhaka University.
- The ancient Sree Sree Lal Durga Mondap in the house of Shantimoy Das at Panchgaon.
- The Bird Houses of Rajnagar, sadar and Barlekha.

খোজার মসজিদ, গয়ঘর, মৌলভীবাজার সদর
Khojar Mosque, Goyghor, Moulvibazar Sadar

মোগল আমলের খাজার মসজিদ, বড়লেখা
Khajar Mosque of the Moghol Period, Barlekha

লালদুর্গা মন্দির, রাজনগর, মৌলভীবাজার
Laldurga Temple, Rajnagar, Moulvibazar

বিষ্ণুপদ ধাম, রাজনগর, মৌলভীবাজার
Bishnupoda Dham, Rajnagar, Moulvibazar

কাদিপুর দুর্গা বাড়ি

কাদিপুর দুর্গা বাড়ি

কমলারানীর দীঘি রাজনগর, মৌলভীবাজার
Dighi of Kamlarani, Rajnagar, Moulvibazar

ডিনস্টন সিমেট্রি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
Dynston cemetry, Sreemangal, Moulvibazar

খনিজ সম্পদ
Mineral Resources

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া, জুড়ী ও বড়লেখায় প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস, তেল ও ইউরেনিয়ামের বিপুল মজুদ রয়েছে। এ জেলার বরমচাল গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রতিদিন গড়ে ৭-৮ মিলিয়ন ঘনফুট এবং মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড থেকে ১৩-১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইউরেনিয়ামসহ প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০১৩ সালে বড়লেখার হাকালুকি হাওরে পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৭৫ সালে জুড়ী উপজেলার ফুলতলার হারাগাছা পাহাড়ে সন্ধান মিলেছে ইউরেনিয়ামের। ১৯৮৫ সালে মাধবকুণ্ডের পেছনে বিওসি টিলায় পাওয়া গেছে তেল। এছাড়াও জেলায় প্রাপ্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ হচ্ছে কাঁচবালি, চীনামাটি, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, ভারি মেটাল ও লাইমস্টোন।

There are a huge reserve of natural gas, oil and uranium in Kulaura, Juri and Baralekha of Moulvibazar district. On an average 7 to 8 mmcf gas from Baramchal gas field and 13 to 14 mmcf gas from Moulvibazar gas field has been supplied to the national grid daily. A huge reserve of natural resources has been confirmed by various testing of Bangladesh Atomic Energy Commission.

A pit coal reserve has been discovered in Hakaluki haor of Barlekha in 2013. Uranium has been traced out in Haragacha Hill of Fooltola under Juri Upazila in 1975. Oil has been traced out in the BOC hillock behind Madhabkunda in 1985. In addition to this some other notable minerals have been found throughout the district. These are Kachbali, China Clay, Hardstone, Heavy Metal and Limestone.

হোটেল ট্যুরিজম

সারি সারি চা-বাগান, উঁচু-নিচু পাহাড়টিলা, হাওর-বিলে পাখির কলতান, জলপ্রপাতের ছলছল ধ্বনি আর জীববৈচিত্র্যের সমাহারে এক মায়াবী সৌন্দর্যের আধার মৌলভীবাজার অঞ্চল। প্রকৃতি কন্যার রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে দলে দলে পর্যটকেরা ছুটছেন মৌলভীবাজারে। পর্যটকদের অভ্যর্থনা জানাতে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মানের পাঁচ তারকা হোটেল-রিসোর্ট। জেলার পাহাড়, নদী, লেক আর হাওরের কাছে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে শতাধিক হোটেল-রিসোর্ট। আর একেকটা রিসোর্ট যেন প্রকৃতি কন্যারই প্রতিনিধিত্ব করছে। রয়েছে বেশ কিছু সরকারি রেস্ট হাউজ। এসব হোটেল-রিসোর্টের নিজস্ব বিনোদন ব্যবস্থা, খাবার ঐতিহ্য, গল্ফ কোর্স, হ্যালিপ্যাডসহ অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের বিষয়। সব মিলিয়ে এই অঞ্চলটি যেন ট্যুরিজম হাবে পরিণত হয়েছে।

Hotel Tourism

Moulvibazar is blessed with rows of Tea Gardens, high and low Hillocks, Birds tweetings in haors and beels, the amazing sounds of waterfalls and biodiversity. Thousand of tourists come Moulvibazar together to enjoy the beauty of the daughter of nature. Five star hotel and resorts have been set up for the reception of the tourists. More than one hundred hotel and resorts have been set up in private sector near the hills, rivers, lakes and haors. It seems that, each resort represents the daughter of nature. There are many public resthouses also. The recreational arrangements, traditional food, golf course, helipad and other modern arrangements of these hotels-resorts are the main attraction of the tourists. For all these, this region has become a tourism hub.

সার্কিট হাউস, মৌলভীবাজার

সার্কিট হাউস, মৌলভীবাজার

ফ্লোরের নম্বর	ক্রমিক নং	কক্ষ নং	কক্ষের নাম
তৃতীয় তলা	১.	ভিভিআইপি স্যুট-০১	শাপলা
	২.	৩০৩	শিউলী
	৩.	৩০৪	বকুল
	৪.	৩০৫	দোলন চাঁপা
	৫.	৩০৬	করবী
	৬.	ভিভিআইপি স্যুট-০৪	নীল পদ্ম
দ্বিতীয় তলা	৭.	ভিভিআইপি স্যুট-০২	গোলাপ
	৮.	ভিভিআইপি স্যুট-০৩	রজনীগন্ধা
	৯.	২০৪	কামিনী
	১০.	২০৫	জুঁই
	১১.	২০৬	চামেলী
	১২.	২০৭	শেফালী
	১৩.	২০৮	মালতী
	১৪.	২০৯	পলাশ
টিনশেড	১৫.	১০১	হাসনাহেনা
	১৬	১০৩	সোনালী

Circuit House, Moulvibazar

Circuit House, Moulvibazar

Number of Floor	Serial No.	Room No.	Room Name
2nd Floor	1.	V.VIP. Suite-01	Shapla
	2.	303	Seoul
	3.	304	Bakul
	4.	305	Hedychium
	5.	306	Oleander
	6.	V.VIP. Suite-04	Blue lotus
1st Floor	7.	V.VIP. Suite-02	Rose
	8.	V.VIP. Suite-03	Tuberose
	9.	204	Kamini
	10.	205	Jasmine
	11.	206	grandiflorum
	12.	207	Shefali
	13.	208	Malati
	14.	209	Palash
Tin Shed	15.	101	Hasnahena
	16	103	golden

সার্কিট হাউস, মৌলভীবাজার
CIRCUIT HOUSE, MOULVIBAZAR

জেলা পরিষদ ডাকবাংলো

ডাকবাংলোর নাম	অবস্থান	কক্ষ সংখ্যা	শয্যা সংখ্যা
সদর ডাকবাংলো	সদর উপজেলা	১৩	১৮
শ্রীমঙ্গল আধুনিক ডাকবাংলো	শ্রীমঙ্গল	১২	১৮
শ্রীমঙ্গল ডাকবাংলো	শ্রীমঙ্গল	৪	৭
কমলগঞ্জ ডাকবাংলো	কমলগঞ্জ	২	৩
শমসেরনগর ডাকবাংলো	কমলগঞ্জ	২	৩
রাজনগর ডাকবাংলো -১	রাজনগর	৪	৭
রাজনগর ডাকবাংলো -২	রাজনগর	২	৩
কুলাউড়া আধুনিক ডাকবাংলো	কুলাউড়া	৬	৮
কুলাউড়া পুরাতন ডাকবাংলো	কুলাউড়া	২	৩
বড়লেখা ডাকবাংলো	বড়লেখা	৩	৫
মাধবকুণ্ড ডাকবাংলো	বড়লেখা	২	৪
মাধবকুণ্ড আধুনিক ডাকবাংলো	বড়লেখা	১২	১৮
জুড়ি আধুনিক ডাকবাংলো	জুড়ি	১২	১৮

Zila Parishad Dak bungalow

Name of the Bungalow	Location	No. of Room	No. of Seat
Sadar Dak bungalow	Sadar upazila	13	18
Sreemangal Modern Dak bungalow	Sreemangal	12	18
Sreemangal Dak bungalow	Sreemangal	4	7
Kamalganj Dak bungalow	Kamalganj	2	3
Shamsher nagar Dak bungalow	Kamalganj	2	3
Rajnagar Dak bungalow-1	Rajnagar	4	7
Rajnagar Dak bungalow-2	Rajnagar	2	3
Kulaura Modern Dak bungalow	Kulaura	6	8
Kulaura Old Dak bungalow	Kulaura	2	3
Baralekha Dak bungalow	Baralekha	3	5
Madhabkunda Dak bungalow	Baralekha	2	4
Madhabkunda Modern Dak bungalow	Baralekha	12	18
Juri modern Dak bungalow	Juri	12	18

হোটেল গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট এন্ড গলফ
Hotel Grand Sultan Tea Resort & Golf

টি হ্যাভেন রিসোর্ট
Tea Heaven Resort

দুসাই রিসোর্ট এন্ড স্পা, মৌলভীবাজার সদর
Dusai Resort & Spa, Moulvibazar Sadar

রাঙাউটি রিসোর্ট, মৌলভীবাজার সদর
Rangauti Resort, Moulvibazar Sadar

লেমন গার্ডেন রিসোর্ট
Lemon Garden Resort

নভেম ইকো রিসোর্ট
Novem Eco Resort

টিলাগাঁও ইকো ভিলেজ
Tilagaon eco village

মুক্তানগর রিসোর্ট
muktanagar resort

Rest Inn Hotel
রেস্ট ইন হোটেল

সুইস ভ্যালি রিসোর্ট
Swiss Valley Resort

রেস্ট ইন হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট
Rest Inn Hotel & Restaurant

জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত সভা-সেমিনার
Meeting-Seminar for District Branding

জেলা ব্র্যান্ডিং, কিশোর বাতায়ন প্রতিযোগিতা ও হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মিডিয়ার অনুষ্ঠান উদ্ভাবকের খোঁজে বিষয়ক প্রেস ব্রিফিং
A press brifing on District Branding, Kishor Batayon contest and Talent Hunt on Human Development

জেলা ব্র্যান্ডিং বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ
Social Media Dialogue on District Branding

জেলা ব্র্যান্ডিং বিষয়ক কর্মশালা
Workshop on District Branding

জেলা ব্র্যান্ডিং বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ
Social Media Dialogue on District Branding

পর্যটন শিল্পে স্মার্ট ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ট্যুর অপারেটর ও ট্যুর গাইডদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা
Meeting with tour operators and tour guides on smart management in tourism industry.

ব্র্যান্ড বুক প্রকাশনা নিয়ে সভা
Meeting on publication of brand book.

তিন বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	সময়সীমা
০১	নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন।	৩০/০৬/২০২৬
০২	দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ, নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রচারণা।	৩০/০৬/২০২৬
০৩	মৌলভীবাজারের পর্যটনকেন্দ্র ও জীববৈচিত্র্যের প্রামাণ্য ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ।	৩০/০৬/২০২৬
০৪	জেলা ব্র্যান্ডবুক হালনাগাদকরণ।	৩০/০৬/২০২৬
০৫	লেবু, আনারস ইত্যাদি সংরক্ষণাগার স্থাপন।	৩০/০৬/২০২৬
০৬	স্থানীয় পণ্যের বাজার স্থাপন।	৩০/০৬/২০২৬
০৭	বিষ্ণুপদ ধাম, তারাপাশা, সংলগ্ন রাস্তা সংস্কার।	৩০/০৬/২০২৬
০৮	ট্যুরিস্ট বাস সার্ভিস চালুকরণ।	৩০/০৬/২০২৬
০৯	পর্যটন App চালুকরণ।	৩০/০৬/২০২৬
১০	বর্ষিজোড়া ইকোপার্কে দৃষ্টিনন্দন বিশ্রামাগার নির্মাণ।	৩০/০৬/২০২৬
১১	হামহাম জলপ্রপাত, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজারে বিশ্রাম ঘর নির্মাণ।	৩০/০৬/২০২৬
১২	হাকালুকি হাওর পর্যটন কেন্দ্রে পিকনিক স্পট কাম রিসোর্ট নির্মাণ।	৩০/০৬/২০২৬
১৩	অন্তেহরি পর্যটন স্পট, ১নং ফতেপুর ইউপি, রাজনগর এ ০১টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ, ৪টি ট্যুরিস্ট মাশরুম সেড নির্মাণ (বেঞ্চসহ), ০১টি গভীর নলকূপ স্থাপন।	৩০/০৬/২০২৬
১৪	জগৎপুর-কাদিপুর সড়কের কাঁচা অংশ পাঁকাকরণ।	৩০/০৬/২০২৬
১৫	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় জেলা প্রশাসক রেস্টহাউস নির্মাণ।	৩০/০৬/২০২৬
১৬	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের অধীনে অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য আবাসন ব্যবস্থাসহ ট্রেনিং একাডেমি স্থাপন।	৩০/০৬/২০২৬

Three year working plan

Serial No.	Activity	Timeline
01	Setting up cultural heritage development centers of ethnic groups.	30/06/2026
02	Campaigns related to increasing social awareness of domestic and foreign tourists on travel, safety and other issues.	30/06/2026
03	Moulvibazar Tourism and Biodiversity Document Quarterly Bulletin Publication.	30/06/2026
04	Updating of District Brand-book.	30/06/2026
05	Setting up storage of lemons, pineapples etc.	30/06/2026
06	Establishing a market for local products.	30/06/2026
07	Bishnupada Dham, Tarapasha, adjacent road renovation.	30/06/2026
08	Introduction of tourist bus service.	30/06/2026
09	Launch of Tourism App.	30/06/2026
10	Construction of beautiful restrooms at Eco-park.	30/06/2026
11	Construction of Rest House at Hamham Falls, Kamalganj, Moulvibazar.	30/06/2026
12	Construction of picnic spot cum rest house at Hakaluki Haor tourist center.	30/06/2026
13	Construction Watch Tower at Antehari Tourist Spot, No. 1 Fatepur UP, Rajnagar, Construction of 4 Tourist Mushroom Sheds (with Benches), 01 Deep Tube Installation.	30/06/2026
14	Paving of unpaved part of Jagatpur-Kadipur road.	30/06/2026
15	Construction of Deputy Commissioner Rest House in Srimangal Upazila for the development of tourism industry.	30/06/2026
16	Establishment of training academy with accommodation for office management under Bangladesh Tourism Corporation in Srimangal Upazila for the development of tourism industry.	30/06/2026

অর্জিত অগ্রগতির ইনফোগ্রাফ
Infograph of Achievements

বার্ষিক পর্যটক আগমনের ক্রমবৃদ্ধি
Increasing trend of Tourists

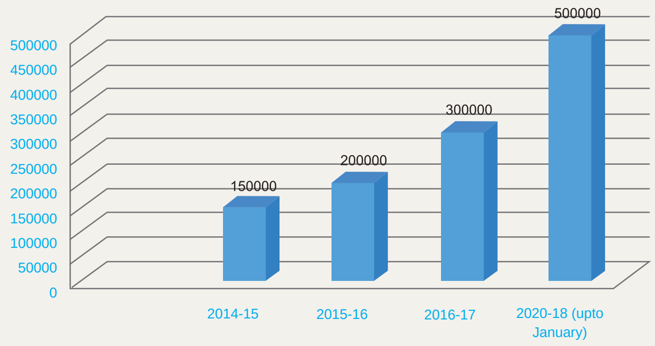

হোটেল/রিসোর্ট এর সংখ্যাবৃদ্ধি
Inreasing number of Hotels & Resorts

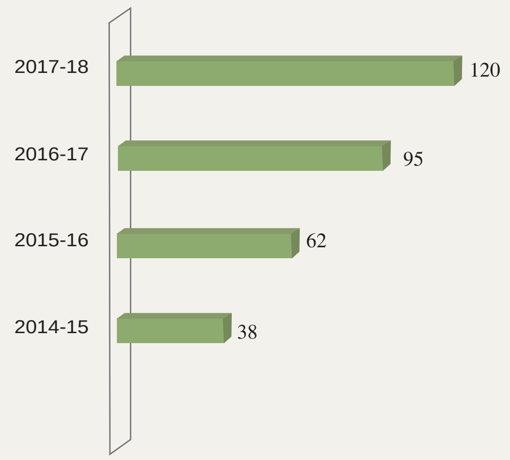

Tour Guide Training
ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ

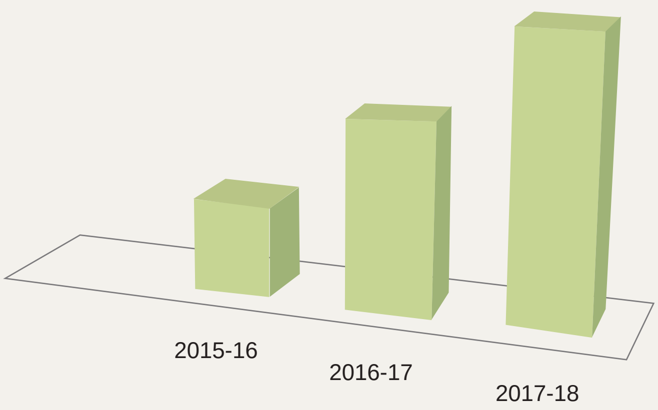

পর্যটন খাতে কর্মসংস্থানের ক্রমবৃদ্ধি
Uprising trend of employment in Tourism Sector

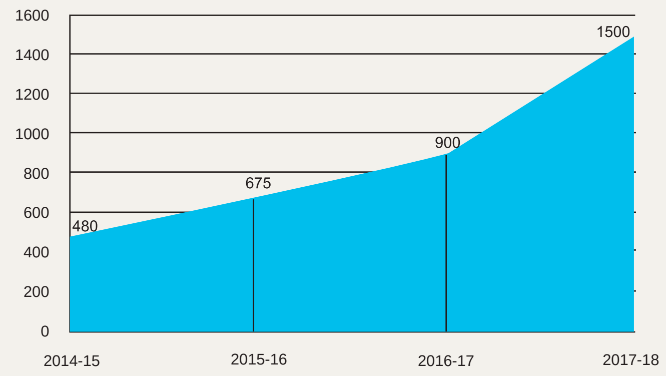

জেলা ব্র্যান্ডিং: পরিবর্তনের গল্প

মৌলভীবাজার জেলার চলমান উদ্যোগ ও সম্ভাবনাসমূহ বিকাশের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জেলাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে ১৬ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে মৌলভীবাজার জেলা ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যেই একটি সুদৃশ্য জেলা ব্র্যান্ডিং লোগো তৈরি করা হয়েছে এবং “Moulvibazar: the land of Tea” তথা ‘চায়ের দেশ মৌলভীবাজার’ শিরোনামে একটি ট্যাগ লাইন গ্রহণ করা হয়েছে। ট্যাগ লাইনসহ ব্র্যান্ডিং লোগোটি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদিতে জেলা ব্র্যান্ডিং লোগোটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে মৌলভীবাজার জেলা ব্র্যান্ডিং কর্মসূচিটি ব্যাপক প্রচারনা পেয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী একটি ব্র্যান্ডিং সংগীত তৈরি করা হয়েছে এবং তা বিভিন্ন মেলা-প্রদর্শনী ইত্যাদিতে আগত দর্শনার্থীদের মাঝে পরিবেশন করা হচ্ছে। ফলে জেলার নাগরিকগণ জেলা ব্র্যান্ডিং সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন। অন্যদিকে জেলা ও উপজেলার সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহে মৌলভীবাজারের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহের ছবি/ পোস্টার/ ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে এসব দপ্তরে আগত সেবা প্রার্থীগণ এসব পর্যটন স্পটসমূহ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন এবং পর্যটন স্পটসমূহে ভ্রমণে আগ্রহী হচ্ছেন। পর্যটন স্পটগুলোকে পর্যটক বান্ধব করার লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পর্যটন স্পটসমূহে প্রবেশের সংযোগ সড়ক সংস্কার/নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, নিরাপদ শৌচাগার ও চেঞ্জিং রুম স্থাপন ইত্যাদি। এসব উদ্যোগের ফলে পর্যটক সমাগম বেড়ে চলেছে। ২০১৭ সালে এ জেলায় আগত পর্যটকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০,০০০ জন। যা পূর্ববর্তী বছরের (২০১৬) তুলনায় অনেক বেশি। ফলে পর্যটন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, ট্যুর গাইড/ অপারেটর, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং স্থানীয় জনগণও পর্যটন শিল্পের বিকাশে সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন। এ জেলায় পর্যটন খাতে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের প্রায় ১৩ হাজার মানুষের সংশ্লিষ্টতা ঘটেছে। অন্যদিকে সরকারিভাবে ৬০ জন স্থানীয় ট্যুর গাইডকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পর্যটন খাতে নতুন করে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন ২৫০ জন পুরুষ এবং ৪৫ জন নারী উদ্যোক্তা। ফলে ৫০০ জন যুবক এবং ২৫০ জন যুব-নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন আড়াই লক্ষাধিক ব্যক্তি।

মৌলভীবাজার জেলার পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরে তথ্যবহুল ডকুমেন্টারি তৈরি করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা ব্র্যান্ডিং এর এসব উদ্যোগের ফলে মৌলভীবাজারে পর্যটন শিল্পে নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। বেড়েছে পর্যটকদের আগমন, একই সাথে বেড়েছে বিনিয়োগ, উদ্যোগ, অবকাঠামো এবং কর্মসংস্থান। যা বদলে দিচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতির পুরোনো গল্প এবং দেশের অর্থনীতিতেও যোগ করছে নতুন সম্ভাবনা।

District Branding: The story of change

To focus Moulvibazar district in national and global arena and to accelerate the overall development promoting the ongoing initiatives and potentialities of the district, a district branding working plan was taken on July 07, 2017. According to this working plan beautiful branding logo is already designed and a tagline entitled "Moulvibazar the Land of Tea (in Bengali *Chaayer Desh Moulvibazar*) is also adopted. This branding logo with the taglines is displaying at the important place of the district. Moreover it is using in the banner, festoon, poster of government meetings, seminars, workshops at district and upazila level. As a result, the district branding activity is getting a huge publicity. To the working plan, a branding song is already composed and it is played before the visitors of all fair and exhibition at district and upazilas. So the citizens of the district can be informed of district branding. On the other hand, the photographs/posters/portraits of attracting tourist spots of Moulvibazar are displayed at all government and non-government offices. Through this, the service recipients can be informed and interested to visit these tourist spots. To make tourist-friendly spot, some initiatives have been taken, some of these are- constructing/reform the link road to the spots, ensure safe drinking water, public toilet, changing room etc. Through these initiatives, the number of tourist is increasing. In 2017 the total number of tourist visited Moulvibazar was about 500,000 which is more than the previous year (2016). So the entrepreneurs, tour guides/operators, business community and the local people are involving in the tourism sectors and about 13000 people both government and non-government sector have been involved in recent time. A specialized training is given among 60 tour guides and about 250 male and 45 female entrepreneurs have involved in this sector which opens an employment opportunity of about 500 male and 250 female youth. Moreover about 2.5 lakhs local people have been benefited.

A proposal was sent to the Ministry of Information to make a documentary on tourism potentiality of Moulvibazar. Through these initiatives a new pace in ensured to the progress of local tourism. The number of tourist is increasing at the same time, investment, enterprises, infrastructure and employment is increasing at a great speed, which transformed the old story of local economy and added a new possibility in national economy.